একক ৭ ❐ ম্যাক্স হ্বেবার এবং ভিলফ্রেডো প্যারেটো

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য
৭.২ প্রস্তাবনা
৭.৩ ম্যাক্স হ্বেবার ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৭.৩.১ সামাজিক ক্রিয়া
৭.৩.২ আদর্শরূপ
৭.৩.৩ প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিবোধ ও পুঁজিবাদী উদ্যোগ
৭.৩.৪ আমলাতন্ত্র
৭.৪ ভিলফ্রেডো প্যারেটো ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৭.৪.১ যৌক্তিক ও অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ
৭.৪.২ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের চক্রাকারে আবর্তন
৭.৪.৩ অবশেষ ও ব্যুৎপত্তিসমূহ
৭.৫ সারাংশ
৭.৬ অনুশীলনী
৭.৭ উত্তরমালা
৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ উদ্দেশ্য

ফ্রান্সিস আব্রাহাম ও জেন হেনরি মর্গ্যান মন্তব্য করেছেন, "ম্যাক্স হ্বেবারকে কখনও কখনও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ বলে মনে করা হয় এবং বস্তুত সমাজতত্ত্বের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তিনি তাঁর অনপনেয়প্রভাব বিস্তার করেননি।" ডুর্খাইমের সাথে সাথেই সমাজতত্ত্বের আধুনিক ধরন গড়ে তোলার গৌরব হ্বেবারেরই প্রাপ্য। বর্তমান এককটি পাঠ করলে এই বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ তথা আধুনিক ধরনের সমাজতত্ত্বের অন্যতম হোতা হ্বেবারের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা সম্পর্কে কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। আধুনিক সমাজতত্ত্বে যান্ত্রিক চিন্তাধারার সূত্রপাত করেন ভিলফ্রেডো প্যারেটো। তিনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন এবং মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী ধারণা পোষণ করতেন। বর্তমান এককটি থেকে পাঠক প্যারেটোর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারাও কিছুটা পরিচয় লাভ করবেন। প্যারেটোর তত্ত্বাবলী থেকেই ইটালীয় ফ্যাসিবাদের আদর্শ উদ্ভূত হয়। মার্ক্সীয় চিন্তাধারার প্রতি হ্বেবারের আংশিক সহানুভূতি থাকলেও মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতি হ্বেবারের বিরোধিতাও ছিল তীব্র। অ্যালবার্ট স্যালোমন মন্তব্য করেছেন, 'কার্ল মার্ক্সের প্রেতাত্মার সাথে এক দীর্ঘ ও প্রগাঢ় কথোপকথন চালাতে গিয়ে ম্যাক্স হ্বেবার সমাজতত্ত্ববিদ হয়ে ওঠেন।' অতএব যুগপৎ হ্বেপার ও প্যারেটোর চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হলে পাঠক মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের ঠিক বিপরীত সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা লাভ করবেন।

৭.২ প্রস্তাবনা

ডুর্খাইম সমাজতত্ত্বের যে আধুনিক ধাঁচ গড়ে তোলেন হ্বেবার তাকে আরও সংগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। বর্তমান এককে হ্বেবার-কৃত সামাজিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ আলোচিত হয়েছে। ডুর্খাইম সমাজতত্ত্বে নৈর্ব্যক্তিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জের দেন। অপরদিকে হ্বেরা সামাজিক ক্রিয়ার বিষয়ীগত (subjective) অনুধাবনের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। এছাড়া বর্তমান এককে হ্বেবার প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় নীতিবোধের বিকাশের সাথে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের যে সম্পর্ক প্রতিপন্ন করেছিলেন তাও আলোচিত হয়েছে। মার্ক্স যেখানে মূলত সামাজিক উপরিকাঠামোর উপর অর্থনৈতিক ভিত্তি বা উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভাব আলোচনা করেছেন, সেখানে হ্বেবার এক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে অর্থনীতির উপর ধর্মের প্রভাব আলোচনা করেছেন। এছাড়াও বর্তমান এককে প্যারেটো যৌক্তিক ও অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে পার্থক্য তুলে ধরেন তাও আলোচিত হয়েছে। হ্বেবার এবং প্যারোটো উভয়েই মানবীয় আচরণকে ব্যাখ্যা করলেও প্যারেটোর মতে, মানুষের আচরণে যুক্তি অপেক্ষা ভাবাবেগ, অনুভূতি, কুসংস্কার ও অন্যান্য অযৌক্তিক উপাদানের প্রাধান্য বেশি। সর্বশেষে বর্তমান এককে প্যারেটোকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবর্তনের তত্ত্ব (theory of circulation of elites) আলোচিত হয়েছে। প্যারেটো-কৃত রাজনৈতিক ও সমাজিক পরিবর্তনের এই তত্ত্ব চক্রাকার (circular) পরিবর্তনের কথা বলে, যা মার্ক্স-কৃত একমুখী (unilinear) পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

৭.৩ ম্যাক্স হ্বেবার ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

ম্যাক্স হ্বেবারের জীবৎকাল হ'ল ১৮৬৪ সাল থেকে ১৯২০ সাল অবধি। বার্লিনে তাঁদের পরিবারে অতিথি হিসাবে আগত জার্মানীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীর সাথে বাল্যকাল থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি ভাষা, চিরায়ত সাহিত্য (classics) ও ইতিহাসে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে আইন অধ্যয়ন করতে থাকেন। ১৮৮৯ সালে তিনি মধ্যযুগীয় বাণিজ্যিক আইনে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন এবং আইনগত ইতিহাসে বিশেষজ্ঞের স্বীকৃতি অর্জন করেন। কিছুদিন পরে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক নিযুত হন। তিনি ১৮৯৪ সালে ফ্রাইবাগ বিশ্বদ্যিালয়ে অর্থনীতির প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৬ সালে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একই পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন ১৮৯৭ সাল থেকে পাঁচ বছর আর কোনরকম বৌদ্ধিক বা পেশাগত কাজকর্ম করতে পারেননি। এরপরেও তিনি আর আগের মত পুরোপুরি পেশাগাত জীবনে ফিরে যেতে পারেন নি। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে অসংযুক্ত একজন বেসরকারী বুদ্ধিজীবী হিসাবে হাইডেলবার্গে বসবাস করতে থাকেন। ১৯০৩ সালে তিনি বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা Archir Fur Social wissenschaft Und Sozialpolitik-এর অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি ভাইমার সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতকারী কমিশনের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন। টনিজ ও সিমেলের সাথে একযোগে ১৯১০ সালে তিনি 'জার্মান সোসিওলজিকাল সোসাইটি গঠন করেন। ধর্মের সমাজতত্ত্বের উপর তাঁর গবেষণার বিষয়ে তিনি ১৯১৯ সালে ভিয়েনা ও মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সময়ব্যাপী বক্তৃতা দেন। মাত্র ৫৬ বছর বয়সে হ্বেবার মারা গেলেও এই স্বল্প জীবনসীমার মধ্যে সমাজতত্ত্বে তাঁর অবদান উজ্জ্বল হয়ে আছে।

হ্বেবারের কয়েকটি বিখ্যাত রচনার নাম নিচে সন্নিবিষ্ট হ'ল ঃ—

১) দ্য রিলিজিয়ন অব ইন্ডিয়া

২) 'দ্য মেথডলজি অব দ্য সোস্যাল সায়েন্সেস

৩) 'দ্য থিওরি অব সোস্যাল অ্যান্ড ইকনমিক অরগ্যানাইজেসন

৪) কালেক্টেড ওয়ার্কস্ ইন সোসিওলজি অ্যান্ড সোস্যাল পলিটিক্স

৫) জেনারেল ইকনমিক হিস্ট্রি

৬) দ্য প্রোটেস্টান্ট এথিক অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অব ক্যাপিটালিজম

অনুশীলনী - ১

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) হ্বেবার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে —— -এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

খ) হ্বেবার ১৯০৩ সালে Archir Fur Socialwissencschaft Und Soziapolitik-এর —— —— নিযুক্ত হন।

গ) —— ও সিমেলের সাথে একযোগে হ্বেবার ১৯১০ সালে 'জার্মান সোসিওলজিকাল সোসাইটি' গঠন করেন।

ঘ) ওয়েমার সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতকারী কমিশনের ——— হিসাবে হ্বেবার কাজ করেন।

ঙ) ধর্মের সমাজতত্ত্বের উপর তাঁর গবেষণার বিষয়ে হ্বেবার ১৯১৯ সালে —— ও মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সময়ব্যাপী বক্তৃতা দেন।

৭.৩.১ সামাজিক ক্রিয়া

হ্বেবার বিশ্বাস করতেন যে মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও সামাজিক সম্পর্কগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। কিন্তু সমাজতত্ত্বকে ঠিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত বলে তিনি ভাবতেন না। বরং তাঁর মতে, ইতিহাসের মত সমাজবিজ্ঞানগুলির সাথে — যেগুলি মানুষের ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective) ভাবে বোঝার চেষ্টা করে — সমাজতত্ত্বের বেশি মিল আছে। তাঁর মতে, সমাজতত্ত্ব হ'ল এমন "একটি বিজ্ঞান যেটি সামাজিক ক্রিয়ার মর্মগ্রহণমূলক অনুধাবনের চেষ্টা করে যাতে এই সামাজিক ক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি ও ফলাফলসমূহের একটি কার্যকারণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় পৌঁছানো যায়।"

হ্বেবার সামাজিক ক্রিয়ার মর্মগ্রহণের জন্য 'সহানুভূতিমূলক ও বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দর্শন' বিশেষ দরকার বলে মনে করতেন। অর্থাৎ সমাজতত্ত্ববিদকে সামাজিক ক্রিয়া সঠিকভাবে বুঝতে গেলে কল্পনায় নিজেকে ক্রিয়ারত ব্যক্তি (actor)-র জায়গায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতে হবে যে সেই ক্রিয়ারত ব্যক্তির জায়গায় সে নিজে থাকলে কি কারণে এবং কিভাবে কাজটি করত। এইরকম সহানুভূতিপূর্ণ ও অন্তর্দর্শনমূলক মর্মগ্রহণের পদ্ধতিকে বোঝানোর জন্য হ্বেবার 'ফের্স্তেহেন' ('Verstehen') শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ম্যাক্স হ্বেবারের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে ম্যাকাইভার বলেছেন যে, প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি বাইরের থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই বোঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিভাবে তরল জিনিস জমে যায়, উল্কাপাত কেন হয় অথবা চন্দ্রের থেকে

পৃথিবীর নিদিষ্ট দূরত্ব কিভাবে রক্ষিত হয় তা আমরা বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারি। কিন্তু সামাজিক ঘটনাগুলিকে বুঝতে গেলে সেগুলির মর্মগ্রহণ করা দরকার। কেন একটি আদিম জনগোষ্ঠী গাছ-পাথরকে পূজা করে, কেন জন্মহার কমে যায়, কিভাবে দ্রব্যের দাম ঠিক হয় বা কি কারণে একটি সরকারের পতন ঘটে— সেগুলি বুঝতে গেলে আরও তলিয়ে দেখা দরকার। আমরা এসব ঘটনাকে কিছুটা অন্তর দিয়ে বুঝি। এগুলি ঠিকমত অনুধাবন করার জন্য নিজেকে সেই অবস্থায় প্রক্ষেপ (project) করা দরকার। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ঘটনাবলী কেবল তথ্য বলে সেগুলিকে উপযুক্ত সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু যেসব সামাজিক ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে সেগুলির পিছনে অনেক অকথিত কাহিনী থাকে। সেই ঘটনাগুলি যারা ঘটাচ্ছে তাদের মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও আশাকে না বুঝে ঘটনাগুলি আমরা বুঝতে পারব না। ম্যাকাইভারের মতে, মানুষের আচরণের নানা নিগূঢ় কারণ থাকে বলে এই আচরণ সম্পর্কে আমরা আংশিক ও আপেক্ষিক জ্ঞান লাভ করতে পারি, সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্ভবত কখনই অর্জন করতে পারি না। এই কারণে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত ও অন্তর্দর্শনমূলক মর্মগ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন।

হ্বেবার সামাজিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, "ক্রিয়া সামাজিক হয়ে ওঠে যখন এর প্রতি ক্রিয়ারত ব্যক্তির ব্যাক্তিসাপেক্ষ অর্থ আরোপিত হওয়ার ফলে এটি অন্যের ব্যবহারকে গ্রাহ্য করে এবং এর গতিপ্রকৃতি তার দ্বারা নির্ধারিত হয়।" সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য হ'ল এই ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকে বোঝা। সমস্ত পারস্পরিক আচরণ বা ক্রিয়া সামাজিক হয় না। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে যদি দু'জন সাইকেল চালকের মধ্যে রাস্তায় ধাক্কা লাগে তবে তা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র, মোটেই সামাজিক ক্রিয়ার পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু তাদের ধাক্কা এড়ানোর চেষ্টা অথবা ধাক্কা লাগার পর পরস্পরকে দোষারোপ করা সামাজিক ক্রিয়ার পর্যায়ভুক্ত। কারণ এক্ষেত্রে তারা পরস্পরের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এবং নিজস্ব ধারণা আরোপ করে তাদের ক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করছে।

হ্বেবার সামাজিক ক্রিয়াকে চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ—

(ক) মানুষ কিছু কিছু কাজ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য মেটানোর জন্য করে। এখান ক্রিয়ারত ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য ঠিক করে এবং যে পথকে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করে তা বেছে নেয়। যেমন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য লেখাপড়া করে। এই ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকে তিনি 'যুক্তিবাদী উদ্দেশ্যসাধক ক্রিয়া ('rational action in relation to a goal') বলেছেন।

(খ) মানুষ অনেক সময়ে নির্দিষ্ট মূল্যবোধ অনুসারে কাজ করে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যটি আদর্শ দ্বারা স্থির হয় এবং কাজের পদ্ধতি তার কার্যকারিতা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। যেমন জাহাজ ডুবে যাওয়ার সময়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন সব যাত্রীকে রক্ষা করতে না পারলে নিজের জীবনরক্ষার সুযোগও ছেড়ে দেয় এবং ডুবন্ত জাহাজে নিজে থেকে মৃত্যুবরণ করে। হ্বেবার এই ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকে 'যুক্তিবাদী মূল্যবোধ প্রভাবিত ক্রিয়া' ('rational action in relation to a goal') বলেছেন।

(গ) অনেক সময়ে মানুষ হৃদয়াবেগের ফলে কিছু কিছু কাজ করে থাকে। যেমন শিশু খুব উৎপাত করলে মা বিরক্ত হয়ে তাকে কিলচড় মারেন। হ্বেবার এই ধরনের ক্রিয়াকে 'হৃদয়াবেগ সঞ্জাত ক্রিয়া' ('affective or emotional action') বলেছেন।

(ঘ) যেসব সামাজিক ক্রিয়ার লক্ষ্য ও পদ্ধতি সাবেকী প্রথার দ্বারা নির্ধারিত হয় সেগুলিকে হ্বেবার 'ঐতিহ্যানুযায়ী ক্রিয়া' (traditional action') বলেছেন। ধর্মীয় উৎসব, অনুষ্ঠানাদি এবং দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত কাজগুলি এই পর্যায়ে পড়ে।

অনুশীলনী - ২

১) **নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।**

(ক) হ্বেবারের মতে, মানুষের ক্রিয়াকলাপকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায় না।

(খ) হ্বেবারের মতে, সামাজিক ক্রিয়াকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন।

(গ) ম্যাকাইভারের মতে, বাইরের থেকে পর্যবেক্ষণ করে আমরা সামাজিক ঘটনাবলীকে ঠিক বুঝতে পারি না।

(ঘ) ম্যাকাইভারের মতে, মানুষের আচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান আমরা সম্ভবত কখনই লাভ করতে পারি না।

(ঙ) হ্বেবরের মতে, সামাজিক ক্রিয়ার মর্মগ্রহণ ব্যক্তি নিরপেক্ষ।

(চ) দু'জন সাইকেল চালকের মধ্যে ধাক্কা লাগলে তা হ্বেবারের মতে সামাজিক ক্রিয়া।

২) **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—**

(ক) হ্বেবারের মতে, সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে —— ও অন্তর্দর্শনমূলক মর্মগ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন।

(খ) হ্বেবার সামাজিক ক্রিয়াকে —— ভাগে ভাগ করেছেন।

(গ) মা শিশুর দুরন্তপনায় বিরক্ত হয়ে তাকে কিলচড় মারলে সেটি —— ক্রিয়ার নিদর্শন।

(ঘ) পরীক্ষায় ভাল ফল করাবার জন্য লেখাপড়া করা হ'ল যুক্তিবাদী —— ক্রিয়ার নিদর্শন।

৭.৩.২ আদর্শরূপ

আদর্শরূপ (Ideal Type) হ'ল এক ধরনের হ্বেবার কর্তৃক উদ্ভাবিত ধারণাগত নির্মিতি (analytical construct)। এর মাধ্যমে বিভিন্ন আপাত সম্পর্কহীন ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যকে আনুধাবন করা যায় এবং বাস্তব ক্ষেত্রে আদর্শ থেকে বিচ্যুতির পরিমাপ করা যায়। এর সঙ্গে মূল্যবিচারের কোন সম্পর্ক নেই। মদ্যপান ও ব্যভিচার থেকে দেশপ্রেম ও ধর্ম—এই সমস্ত সামাজিক বিষয়েরই আদর্শরূপ নির্মাণ সম্ভব। এটি বাস্তবের কোন পরিসংখ্যানগত গড়ও নয়। আদর্শরূপ গঠনের ক্ষেত্রে গোটা বিষয়টি কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে নির্বাচন করে নেওয়া হয় বা জোর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। একারণে বাস্তব ঘটনা কখনই এই নির্মিতিটির ঠিক অনুরূপ হয় না, কিন্তু তা অনেকাংশে নির্মিতিটির কাছাকাছি আসে। শিল্‌স্ এবং ফিঞ্চের মতে, "এক বা একাধিক" দৃষ্টিভঙ্গিকে একতরফা স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে এবং অজস্র চতুর্দিকে পরিব্যাপ্তি, অসংলগ্ন, অধিকাংশ সময়ে উপস্থিত এবং কখনও কখনও অনুপস্থিত, স্বতন্ত্র বাস্তব বিষয়াদির—যেগুলিকে ঐসব একতরফাভাবে জোর দেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটি সমন্বিত ধারণাগত নির্মিতির মধ্যে সাজানো হয়েছে—একত্রীকরণের মাধ্যমে একটি আদর্শরূপ গড়ে ওঠে।"

এই আদর্শরূপের ধারণা হ্বেবার তিন ধরনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন।

(১) প্রথম ধরনের আদর্শরূপের ধারণার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র ও প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের কথা বলা যায়। আধুনিক ধনতন্ত্রের মূল উপাদান হিসাবে হ্বেবার এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন যাতে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য কর্মপ্রণালী ও উৎপাদন-পন্থা অবলম্বন করা হয়। আবার তিনি প্রোটেস্টান ধর্মমতের মূল উপাদান হিসাবে কর্মসম্পর্কিত নীতিবোধের উপর জোর দেন। তাঁর মতে, প্রোটেস্টান্ট ধর্মের কর্মসম্পর্কিত নীতিবোধই পাশ্চাত্য জগতে আধুনিক ধনতন্ত্রের উদ্ভবের মূল কারণ। এইভাবে হ্বেবার ধনতন্ত্র ও প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের অন্যান্য সকল

দিক উপেক্ষাপূর্বক মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে যথাক্রমে সর্বাধিক লাভমুখী যুক্তিগ্রাহ্য কর্মপ্রণালী ও উৎপাদন-পন্থা এবং কর্মসম্পর্কিত নীতিবোধকে উপস্থাপিত করেছেন। আধুনিক ধনতন্ত্র ও প্রোটেস্টান ধর্মের যে চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, বাস্তবের ধনতন্ত্র বা প্রোটেস্টান্ট ধর্মের চেহারা তার সাথে মেলে না। কিন্তু তবুও তিনি বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য এইভাবে ধনতন্ত্রও প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের আদর্শরূপ গড়ে তুলেছেন।

(২) দ্বিতীয় ধরনের আদর্শরূপের ধারণা গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিমূর্ত স্বরূপকে কেন্দ্র করে। উদাহরণস্বরূপ আমলাতন্ত্র বা কর্তৃত্বের ধারণার কথা বলা যায়। আমলাতন্ত্রের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হ্বেবার কেবল তার যুক্তিগ্রাহ্য উপাদানগুলি—যেমন কর্মচারীদের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস, নির্দিষ্ট যোগ্যতানুসারে কর্মচারীদের নিয়োগ, নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে ও নিরপেক্ষভাবে কর্মসম্পাদন প্রভৃতি গ্রহণ করে আমলাতন্ত্রের একটি আদর্শরূপ গড়ে তুলেছেন। কর্তৃত্বের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হ্বেবার তিন ধরনের কর্তৃত্বের পরম্পরা, প্রথা ও শাসিতের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব গড়ে ওঠে। যেমন বংশগত রাজতন্ত্র। কোন নেতার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বা চারিত্রিক গুণাবলী বা মোহিনীশক্তিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিত্বনির্ভর কর্তৃত্ব গড়ে ওঠে। যেমন কংগ্রেসে গান্ধীজীর নেতৃত্ব। আইন, অনুশাসন, বিধিনিয়ম ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে যুক্তিগ্রাহ্য আইনভিত্তিক কর্তৃত্ব গড়ে ওঠে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব।

(৩) তৃতীয় ধরনের আদর্শরূপের ধারণা সামাজিক ক্রিয়ার বিবিধ প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। এগুলি হ'ল যুক্তিবাদী উদ্দেশ্যসাধক ক্রিয়া (যেমন খেতে ফসল ফলানোর জন্য জলসেচ করা), যুক্তিবাদী মূল্যবোধ প্রভাবিত ক্রিয়া (যেমন ডুবন্ত জাহাজের ক্যাপ্টেনের জাহাজে অবস্থানপূর্বক যাত্রীদের নিমজ্জিত হওয়া), হৃদয়াবেগ সঞ্জাত ক্রিয়া (যেমন শিশুসন্তানের উপদ্রবে বিরক্ত জননীর তাকে প্রহার করা) এবং ঐতিহ্যানুসারী ক্রিয়া (যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠান)।

হ্বেবার এ দাবি করেননি যে, সকল প্রকার মানবীয় আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আদর্শরূপের ধারণা প্রয়োগ করা সম্ভব। এছাড়া হ্বেবার আদর্শরূপের ধারণা প্রয়োগ করার সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন। এর কতগুলি কারণ আছে। প্রথমত কোন বিশেষ আদর্শরূপকে বাস্তব ঘটনা বলে ভুল করা হতে পারে। দ্বিতীয়ত একটি বিশেষ আদর্শরূপের সাথে বাস্তব ঘটনাকে জোর করে খাপ খাওয়ানোর প্রবণতা দেখা দিতে পারে। তৃতীয়ত আদর্শরূপের ধারণাকে এমন পর্যায়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হতে পারে যাতে ধারণাই শেষ পর্যন্ত বাস্তব ঘটনার রূপ গ্রহণ করতে পারে।

কার্ল মার্ক্স যেভাবে শ্রেণী সংঘর্ষের বিশ্লেষণ করেছেন তাতে আদর্শরূপের পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে বলা যায়। মার্ক্স প্রতিটি সমাজের দুটি মূল শ্রেণী অস্তিত্ব ও তাদের সংঘর্ষের কথা তুলে ধরেছেন। বাস্তবে সমাজে ঠিক এরকম দু'টি প্রধান শ্রেণী নাও থাকতে পারে। এবিষয়ে মার্ক্স নিজেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু তিনি সমাজবাস্তব থেকে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুকূল কয়েকটি বৈশিষ্ট্যসূচক দিক বেছে নিয়ে তত্ত্বগতভাবে দু'টি প্রধান শ্রেণীর দ্বন্দ্বের মধ্যেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন।

আধুনিককালে অর্থশাস্ত্রেও হ্বেবারের আদর্শরূপের ধারণা প্রযুক্ত হয়। অর্থনীতিতে মানুষের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করার সময়ে অনুমান করা হয় যে তারা বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক বোধ দ্বারা যান্ত্রিকভাবে চালিত হচ্ছে। এইটিই আদর্শরূপের বিশেষত্ব কতগলি বৈশিষ্ট্যকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া এবং কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করা। কিন্তু বাস্তবে এটা ঘটে না। মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নানান সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত

হয়। বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক বোধ মানুষকে চালনা করতে পারে না। আদর্শরূপ সংক্রান্ত ধারণাটির এখানেই সীমাবদ্ধতা।

অনুশীলনী - ৩

১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) আদর্শরূপের সাথে আদর্শগত মূল্যবিচার জড়িত আছে।

(খ) বাস্তব ঘটনা কখনই আদর্শরূপের ঠিক অনুরূপ হয় না।

(গ) আদর্শরূপ গঠনের ক্ষেত্রে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করা হয়।

(ঘ) হ্বেবার আধুনিক ধনতন্ত্র ও প্রোটেস্টান্ট ধর্মের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, বাস্তবের ধনতন্ত্র বা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের চেহারা তার সাথে মেলে না।

(ঙ) হ্বেবারের মতে, সকল প্রকার মানবীয় আচরণের বিশ্লষণের ক্ষেত্রে আদর্শরূপের ধারণা প্রয়োগ করা সম্ভব।

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) হ্বেবার আদর্শরূপের ধারণা —— ধরনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন।

(খ) দ্বিতীয় ধরনের আদর্শরূপের ধারণা গড়ে উঠেছে —— বাস্তবতার বিমূর্ত স্বরূপকে কেন্দ্র করে।

(গ) হ্বেবার তিন ধরনের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন ——— ঐহিত্যবাহী কর্তৃত্ব, ব্যক্তিনির্ভর কর্তৃত্ব এবং —— কর্তৃত্ব।

৭.৩.৩. প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ ও পুঁজিবাদী উদ্যোগ

পুঁজিবাদের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে হ্বেবার মার্ক্সের উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তনের তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক কারণ গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও তা সমাজ পরিবর্তনের বহু বিচিত্র উপাদান (variable)-এর মধ্যে অন্যতম মাত্রা যা অন্যান্য উপাদানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। হ্বেবারের মতে, ধর্মের মত উপাদান ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে। কোন কোন ধর্মবিশ্বাস যেমন অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে তেমনি কোন কোন ধর্মবিশ্বাস অর্থনৈতিক প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। হ্বেবার ধর্মকে একটি উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে অর্থনীতির উপর এর প্রভাব পরীক্ষা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বীরাই সেসময়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও শিল্পজগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'প্রোটেস্টান্ট এথিক অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অব ক্যাপিটালিজম্' গ্রন্থে হ্বেবার দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, যদিও ধর্মই পুঁজিবাদের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ নয় তবুও ধর্মীয় নীতিবোধ এব্যাপারে যে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর মতে, প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধে ব্যক্তির যোগ্যতা স্বীকৃত হয় ; পার্থিব বৃত্তি নৈতকি মর্যাদা লাভ করে, সৎ পরিশ্রম সম্মানিত হয় এবং সৎপথে অর্থ উপার্জন নিষ্পাপ কর্তব্যকর্ম বলে ঘোষিত হয়। এর ফলে প্রথমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে উদ্যমী ব্যক্তিদের দ্বারা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সৃষ্টি হয়।

হ্বেবারের মতে, আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হ'ল সীমাহীন সঞ্চয়ের ধারণা যা সর্বোচ্চ লাভের ধারণাকে অনেকটা ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়াও আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রে একটি বিশ্বাস নিহিত আছে। সেটি হ'ল এই যে অধ্যাবসায় ও যুক্তিবাদী ক্রিয়ার ফলেই লাভ হবে, ফাটকাবাজি ও ঝুঁকিবহুল উদ্যোগের ফলে নয়। হ্বেবার

প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নমুনা হিসাবে ক্যালভিনের ধর্মমতকে গ্রহণ করেছেন। প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত বলতে সেই সব ধর্মমতকে বোঝায় যেগুলি গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের প্রতিবাদস্বরূপ খ্রীষ্টীয় সমাজে উদ্‌গত হয়েছিল। ক্যালভিনের ধর্মমত হল এরকমই একটি প্রভাবশালী ধর্মমত। ধর্মের আধ্যাত্মিক দিকের উপর হ্বেবার ততটা নজর দেন নি যতটা তিনি ধর্মীয় নীতিবোধের উপর দিয়েছিলেন। বিশেষতঃ তাঁর তত্ত্বের প্রতিবেদনে তিনি ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধ বলতে সেই সব জাগতিক আচরণবিধিকে সামগ্রিকভাবে বুঝিয়েছেন যেগুলি একটি ধর্ম তার অনুগামীদের উপর আরোপ করে। ক্যালভিনের ধর্মের মূল ব্যবহারিক নীতিগুলি ধরে ধরে বিশ্লেষণ করে হ্বেবার দেখিয়েছেন সেগুলি কিভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশে সহায়তা করেছিল।

প্রথমত ক্যালভিনের ধর্মমতে বলা হয় যে মানুষের সীমায়িত মন সর্বব্যাপী ও সর্বনিয়ন্তা জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের মনকে বুঝতে পারবে না। তাই ধর্মীয় রহস্যবাদ ও অনুষ্ঠানাদিকে বেশি পরিমাণে লিপ্ত হয়ে কোন লাভ নেই, কারণ এসবের অন্তর্নিহিত রহস্য মানুষের অগম্য। সেকারণে মানুষের পার্থিব জগতের ব্যাপারেই মনোনিবেশ করা উচিত। এই ধরনের নীতিবোধের ফলে মানুষের মন ধর্মীয় রহস্যবোধ থেকে মুক্ত হয় এবং তার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিবাদী মানসিকতার উন্মেষ হয়।

দ্বিতীয়ত, ক্যাথলিক ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, আদি পাপের জন্য আদম ও ইভ স্বর্গোদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়। তারপর থেকে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করে তার জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। অতএব পরিশ্রম হ'ল এক ধরনের শাস্তি বিশেষ যা সেই আদি পাপের শাস্তি হিসাবে মানুষকে একনও বহন করতে হচ্ছে। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ অনুযায়ী কর্মই হ'ল ধর্ম। অতএব প্রোটেস্টান্ট মতবাদীরা উৎপাদনমূলক পরিশ্রম করা উচিত বলে মনে করেন কারণ তা হ'ল পূণ্যকর্ম বিশেষ।

তৃতীয়ত, ক্যাথলিকদের বর্ষপঞ্জী (calender) ছুটির দিনে ভরা— প্রতিটি পবিত্র দিবসেই ছুটি ঘোষিত হয়েছে। ক্যাথলিকদের মতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য অবসর দরকার। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ অনুসারে কর্মই হ'ল ধর্ম। পবিত্র দিবসে ছুটি নিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের কোন দরকার নেই। অতএব কলকারখানা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি সপ্তাহের সাত দিনই খোলা রাখা যেতে পারে। এর মাধ্যমে সর্বাধিক উৎপাদন ও মুনাফালাভ সম্ভব হবে।

চতুর্থত ক্যালভিনের মতে, কিছু কিছু বাহ্যিক চিহ্নের দ্বারা বোঝা যায় যে, কারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের অধিকারী। এ বাহ্যিক বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল পার্থিব কর্মে সাফল্য। যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তিই মৃত্যুর পর তার কি গতি হবে তা জানতে চায়, সেহেতু প্রত্যেকেরই একটি বৃত্তি বেছে নিয়ে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তাতে সাফল্য লাভের চেষ্টা করা উচিত। এই নতুন নীতিবোধ অনুযায়ী একজন ধার্মিক লোকের পক্ষে দারিদ্র্য বরণ করা, সন্ন্যাস নেওয়া, কৃচ্ছ্রসাধন ও তীর্থযাত্রার আবশ্যকতা আর থাকল না। এই নীতিবোধ অনুযায়ী মানুষ লাভজনক কাজ করে এবং ধনসঞ্চয়ের মাধ্যমেও ধর্মাচরণ করতে সক্ষম হবে।

পঞ্চমত, ক্যাথলিক ধর্মমত ঋণের উপর সুদ নেওয়াকে অনুমোদন করে না। সেকারণে মহাজনবৃত্তি একটি ঘৃনিত বৃত্তি হিসাবে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু ক্যালভিন ঋণের উপর সুদ গ্রহণকে অনুমোদন করেছিলেন। ফলে বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থা গড়ে উঠতে লাগলো, মূলধনের সঞ্চয় সম্ভব হ'ল, বিভিন্ন অর্থনৈতিক উদ্যোগে পুঁজির বিনিয়োগ হ'তে থাকল এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বাড়ল।

ষষ্ঠত, প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত অনুসারে প্রত্যেক মানুষের নিজেরই বাইবেল পড়তে পারা উচিত, তার পুরোহিতের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। অতএব প্রোটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাস সাক্ষরতা ও শিক্ষাবিস্তার উৎসাহ যোগাল। সাধারণ শিক্ষার বিস্তারের সাথে সাথে বিশেষীকৃত শিক্ষারও উন্নতি হ'ল।

সপ্তমত, ক্যাথলিক অনুশাসনে মদ্যপানের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট অনুশাসনে মদ্যপান নিষিদ্ধ। ফলে অর্থের অপব্যয় রোধ করে নতুন উদ্যোগে খাটানোর জন্য অর্থ সঞ্চয় করা সহজ হ'ল।

অষ্টমত, প্রোটেস্টান্ট অনুশাসন অনুসারে পার্থিব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখভোগ বেশি পরিমাণে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। অতএব প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ একদিকে প্রচুর সঞ্চয়ের সূত্রপাত করল, আবার তারই সাথে সেই সঞ্চিত অর্থকে পার্থিব সুখের পিছনে ব্যয় করতে নিষেধ করল। এই সঞ্চিত অর্থের দ্বারাই নতুন অর্থনৈতিক উদ্যোগে খাটানোর পুঁজি গড়ে উঠল। ফলে পুঁজিবাদের আবির্ভাব ঘটল।

ইউরোপে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের পিছনে ভৌগোলিক উপাদান, সামরিক প্রয়োজন ও বিলাসদ্রব্যের চাহিদা, কয়লা ও লোহার প্রতুলতা, অংশীদারী কারবারের উদ্ভব, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তৎকালীন যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাব-এ সবকিছুই হ্বেবার মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতে, শুধু এগুলিই পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটায়নি। তিনি বলেছেন, "...সর্বশেষ যে উপাদানটি ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিল তা হল যুক্তিবাদী স্থায়ী উদ্যোগ, যুক্তিবাদী হিসাবসংরক্ষণ ব্যবস্থা, যুক্তিবাদী প্রযুক্তি এবং যুক্তিবাদী আইন — কিন্তু এগুলি আবার একা নয়। যুক্তিবাদী উদ্যম, সাধারণভাবে জীবনযাপন প্রণালীর যুক্তিসম্মতকরণ এবং একটি যুক্তিবাদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক নীতিবোধ প্রয়োজনীয় পরিপূরক উপাদান যুগিয়েছিল।"

হ্বেবার প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় নীতিবোধ ছাড়াও পৃথিবীর আরও কয়েকটি ধর্মের— যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম, ইহুদী ধর্ম ও কনফিউসিয়াস প্রবির্তত ধর্মের — অর্থনৈতিক নীতিবোধ এবং ঐসব ধর্মের অনুগামীদের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক সংগঠনের উপর সেই নীতিবোধগুলির প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, চীন ও ভারতবর্ষেও কতকগুলি ধর্মনিরপেক্ষ আর্থ-সামাজিক প্রভাবের ফলে আভ্যন্তরীণভাবে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কনফিউসিয়াসের দ্বারা প্রচারিত ধর্মীয় ভাবাদর্শ এবং হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ ও বর্ণব্যবস্থা এ বিষয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কর্মফলবাদ অনুসারে ইহজন্মের উদ্যোগের বদলে গতজন্মের কর্মফলই পার্থিব সাফল্যের সৃষ্টি করে। বর্ণব্যবস্থা অনুসারে দরিদ্র ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা বৈশ্যদের সাাজিক মর্যাদা তুলনায় কম। এরকম ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও সামাজিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নতির অনুকূল নয়।

অনুশীলনী - ৪

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) ——— এবং হ্বেবারের মত জার্মান চিন্তাবিদরা পুঁজিবাদের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করতে থাকেন।

(খ) হ্বেবারের মতে, আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হ'ল সীমাহীন ——— -এর ধারণা।

(গ) হ্বেবারে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নমুনা হিসাবে ——— -এর ধর্মমতকে গ্রহণ করেছেন।

(ঘ) হ্বেবার তাঁর তত্ত্বের প্রতিবেদনে ধর্মের ——— নীতিবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

(ঙ) ক্যাথলিক ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে ——— -এর জন্য আদম ও ইভ স্বর্গোদ্যান থেকে বহিষ্কৃত হয়।

(চ) প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ অনুযায়ী ——— -ই হ'ল ধর্ম।

(ছ) হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ ও —— ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা ঘটায়।

২) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) জার্মানিতে পুঁজিবাদের আবির্ভাব হয় ধীরে ধীরে।

(খ) প্রোটেস্টান্ট ধর্ম এক নয়, বহু।

(গ) ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী পরিশ্রম হ'ল এক ধরনের শাস্তি বিশেষ।

(ঘ) ক্যালভিনের মতে, ধর্মাচরণের জন্য দারিদ্র বরণ করা, সন্ন্যাস নেওয়া, কৃচ্ছ্রসাধন ও তীর্থযাত্রার দরকার নেই।

(ঙ) প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত অনুসারে ঋণের উপর সুদগ্রহণ নিষিদ্ধ।

(চ) ক্যাথলিক অনুশাসনে মদ্যপানের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

(ছ) হ্বেবার প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় নীতিবোধ ছাড়াও পৃথিবীর আরও কয়েকটি ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধ বিশ্লেষণ করেন।

৭.৩.৪ আমলাতন্ত্র

হ্বেবারের মতে, আধুনিক কালে আইননির্ভর ও যুক্তিসিদ্ধ কর্তৃত্বের প্রাধান্য আমলাতন্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি আমলাতন্ত্রের আলোচনায় তাঁর 'আদর্শরূপ' নামক বিশেষ পদ্ধতিটির প্রয়োগপূর্বক বিশুদ্ধ আমলাতন্ত্রের একটি তাত্ত্বিক প্রকরণ গড়ে তুলেছেন।

হ্বেবার প্রথমে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। এর নিম্নলিখিত তিনটি মূল ভিত্তি আছে ঃ—

১) আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর নিয়মিত প্রয়োজনীয় কার্যাবলীকে রীতিবদ্ধ ভাবে কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব (official duties) হিসাবে বিভিন্ন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হয়।

২) এ সকল দায়িত্ব পালনের জন্য আধিকারিকরা যথেষ্ট কর্তৃত্ব পায়। আইনে তাদের এই কর্তৃত্বের বিষয় লিপিবদ্ধ করা থাকে এবং এই কর্তৃত্ব বলবৎ করার প্রয়োজনে তারা শাস্তিদায়ক ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে পারে।

৩) আধিকারিকদের দায়িত্ব পালন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থাও থাকে।

যেসব যুক্তিসঙ্গত নীতির উপর ভিত্তি করে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে সংগঠিত করা হয় হ্বেবার সেগুলিও আলোচনা করেছেন। সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ—

১) কর্মক্ষেত্রে সংগঠন উচ্চাবচ বিন্যাস (hierarchy)-এর উপর স্থাপিত হয়। প্রত্যেক দফতর এক উচ্চতর দফতরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

২) বিভিন্ন বিমূর্ত (abstract) রীতির একটি সুসমঞ্জস ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্যাদি পরিচালিত হয় এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এইসব রীতিসমূহ প্রযুক্ত হয়। এই রীতিসমূহ মোটামুটিভাবে স্থায়ী ও বিশদ। আধিকারিকগণ একপ্রকার প্রায়োগিক শিক্ষার মাধ্যমে এইসব রীতিসমূহের বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত হন।

৩) দফতর পরিচালিত হয় লিখিত নথিপত্রের ভিত্তিতে। এগুলিকে 'ফাইল' বলা হয় যেগুলি তাদের আদিম রূপে সংরক্ষিত থাকে।

৪) প্রতি আধিকারিকের একটি নির্দিষ্ট অধিকারভূক্তি (jurisdiction) থাকে। একজনের অধিকারে আরেকজন সমর্পযায়ের আধিকারিক হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। আমলাতন্ত্র শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমলাদের অবস্থান, অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপারে হ্বেবার বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ—

১) বিশেষ ধরনের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে অথবা নির্দিষ্ট ধরনের পরীক্ষায় মান যাচাইয়ের মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়। তাদের খুশিমত বরখাস্ত করা যায় না। সাধারণত কর্মচারীদের নির্দিষ্ট নিয়োগকাল (tenure) থাকে।

২) আমলাতন্ত্রে পদোন্নতির ব্যবস্থা হয় কর্মে প্রবীণতা (seniority) বা কর্মদক্ষতা অথবা উভয়ের ভিত্তিতে।

৩) প্রতি কর্মচারী নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন এবং অবসর গ্রহণের পর বার্ধক্যভাতা (pension) লাভ করেন।

৪) বেতন ছাড়া অন্য কোন লাভের উৎস হিসাবে কোন আমলাতান্ত্রিক পদকে আইনগতভাবে ব্যবহার করা যায় না, তবে মধ্যযুগে এটা করা যেত।

৫) কর্মচারীর ব্যক্তিগত জীবন ও থেকে তার দফতরকে অবস্থান, কার্যকলাপ, সম্পদের ব্যবহার ও অন্যান্য বিষয়ে পৃথকীকৃত করা হয়। কোন কর্মচারী তার পদ এবং কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত দ্রব্য ও বিষয়াদিকে আত্মসাৎ করতে পারে না।

৬) একটি পূর্ণবিকশিত দফতরে কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কর্মচারীকে তার কর্মক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে হয়, যদিও দফতরে কার্যসম্পাদনের সময় সীমিত থাকে।

৭) এক আনুষ্ঠানিক নৈর্ব্যক্তিতার মনোভাব নিয়ে আদর্শ আমলা দফতরের কর্মসম্পাদন করে। সে কাজ করে বিদ্বেষ অথবা আবেগ ছাড়া এবং ফলত অনুরাগ অথবা উৎসাহ ছাড়া। হ্বেবারের ভাষায় ঃ "যত নিখুঁতভাবে আমলাতন্ত্র অমানবিক হয়ে ওঠে, যত সম্পূর্ণভাবে দফতরের কার্যাবলী থেকে ভালবাসা, বিদ্বেষ এবং অন্যান্য নজর এড়িয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, অযৌক্তিক এবং আবেগপূর্ণ উপাদানগুলিকে এ সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়, ততই এর নির্দিষ্ট প্রকৃতি পূর্ণভাবে বিকশিত হয়।"

হ্বেবার আমলাতন্ত্রের শক্তির কথা বলেছেন যা নিম্নে আলোচিত হল ঃ

১) হ্বেবারের মতে, "যেভাবে যান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সাথে যন্ত্রবিহীন উৎপাদন পদ্ধতির তুলনা করা যায়, ঠিক সেভাবে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য সংগঠনসমূহের তুলনা করা যায়।" অভিজ্ঞতা থেকে সর্বক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সর্বাধিক কমদক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারে।

২) হ্বেবার বলেছেন, "একবার পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে আমলাতন্ত্র সেইসব সামাজিক কাঠামোগুলির অন্যতম হয়ে ওঠে যেগুলিকে ধ্বংস করা অত্যন্ত কঠিন।" যেখানে শাসনযন্ত্রের আমলাতান্ত্রিকতা পুরোপুরি সম্পাদিত হয়েছে, সেখানে এমন এক ধরনের ক্ষমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে বাস্তবে যা অভঙ্গুর। হ্বেবার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর জোর দিয়ে আমলাতন্ত্র হিসাবে এমন এক যৌক্তিকভাবে সংগঠিত কাঠামোর চিত্র তুলে ধরেছেন যা সর্বাধিক কর্মদক্ষতার সাথে উৎপাদনের লক্ষ্যে নিয়োজিত এবং রীতিনিয়ম, কর্তৃত্ব, নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রায়োগিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রীতিনীতির আধিপত্য আমলার স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করলেও তা আবার আমলার নিজস্ব উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাকে খর্ব করে, হ্বেবার বলেছেন, "অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলা হ'ল চিরঘূর্ণায়মান যন্ত্রের একটি সাধারণ চাকা মাত্র— যে যন্ত্র তার যাত্রাপথ আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত করে

দেয়। সেকারণে আধুনিক জগতে আমলাতান্ত্রিকতার বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্বিত হয়েছে। এছাড়া নিয়মকানুনের খুঁটিনাটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কাঠিন্য ও অদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আধুনিক আমলাতন্ত্রের আবির্ভাবের কারণগুলি হ্বেবার বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, পাশ্চাত্যে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির প্রচলনের ফলে নিয়মিত কর আদায়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই কার্যসাধনের জন্য আমলাতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির বৈপ্লবিক উন্নতির ফলে আধুনিক যুগে ভোগ্যপণ্যসমূহের উৎপাদন অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন শিল্পগত ও বাণিজ্যিক সংস্থা শিল্পোৎপাদন ও ভোগ্যপণ্য বিপণনের ব্যবস্থা সুচারুভাবে করার জন্য আমলাতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলে। তৃতীয়ত, বর্তমান যুগে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা সুচারুভাবে করার জন্য আমলাতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলে। তৃতীয়ত, বর্তমান যুগে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্র এসকল বর্ধিত কর্ম সম্পাদনের জন্য আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের আশ্রয় নেয়। চতুর্থত, আধুনিক গণতন্ত্রে দলব্যবস্থার প্রবর্তন এবং স্থানীয় স্তরে স্বশাসনের বিস্তারের ফলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও প্রতিনিধিমূলক স্তরে আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য যে আমলাতন্ত্রের আবির্ভাব ঘাটে তা আধুনিক সমাজ-জীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমান সমাজবদ্ধ মানুষ মূলত যেসব সংঘ বা সংগঠনের উপর নির্ভর করে তার সমাজ-জীবনযাপন করে, তাদের অধিকাংশ আমলাতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত। হ্বেবারের মতে, আধুনিক জীবনযাত্রা-প্রণালী ও অর্থনীতির যুক্তিসম্মতকরণ (rationalization)-এর সাথে আমলাতন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অনুশীলনী - ৫

১) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

(ক) হ্বেবার আমলাতন্ত্রের আলোচনায় তার ——— নামক বিশেষ পদ্ধতিটির প্রয়োগ করেন।

(খ) আধিকারিকরা তাদের কর্তৃত্ব বলবৎ করার জন্য প্রয়োজনে ——— ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

(গ) কর্মক্ষেত্রে সংগঠন ——— বিন্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ঘ) বিভিন্ন ——— রীতির একটি সুসমঞ্জস ব্যবস্থা অনুযায়ী আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় কার্যাদি পরিচালিত হয়।

(ঙ) আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে ফাইলগুলি তাদের ——— সংরক্ষিত থাকে।

(চ) প্রতি আধিকারিকের একটি নির্দিষ্ট ——— থাকে যাতে সমপর্যায়ের আরেকজন আধিকারিক হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

(ছ) কোন আমলা তার পদ এবং কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত দ্রব্য ও বিষয়াদিকে ——— ——— করতে পারে না।

(জ) একটি ——— দফতরে কার্যাদি সম্পাদনের জন্য আমলাকে তার কর্মক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে হয়।

(ঝ) এক আনুষ্ঠানিক ——— মনোভাব নিয়ে আদর্শ আমলা দফতরের কর্মসম্পাদন করে।

(ঞ) যেখানে শাসনযন্ত্রের আমলাতান্ত্রিকতা পুরোপুরি সম্পাদিত হয়েছে, সেখানে এমন এক ধরনের ক্ষমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে বাস্তবে যা ———।

৭.৪ ভিলফ্রেডো প্যারেটো ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

ভিলফ্রেডো ফ্রেডারিকো দামাসো প্যারেটোর জীবৎকালে হল ১৮৪৮ সাল থেকে ১৯২৩ সাল অবধি। তিনি ইটালির এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে চিরায়ত সাহিত্যসমূহ (classics)-এ শিক্ষালাভপূর্বক

তিনি তুরিনের বিখ্যাত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে গণিত, প্রাকৃতিক ও ভৌতবিজ্ঞানসমূহ এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। স্নাতক হবার পর তিনি কিছুদিন ইঞ্জিনিয়ার এবং তারপরে লৌহখনির ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেন। ১৮৮৯ সালে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং উত্তারিধাকারসূত্রে প্রচুর অর্থ লাভ করে স্বাধীনভাবে পড়াশুনা এবং লেখালিখির কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। অর্থনীতিতে কতকগুলি অসাধারণ প্রবন্ধ প্রকাশ করার পর তাঁকে ১৮৯৩ সালে লসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। প্রথমদিকে গণতন্ত্র ও শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী হলেও তিনি পরবর্তীকালে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচকে পরিণত হন। এছাড়াও বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হয়ে তিনি মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে এক অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী ধারণা পোষণ করতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির ক্ষেত্রেও তিনি কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি ১৯০৭ সালে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করে তিনি আবার স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজ করতে থাকেন। ১৯০৬ সালে তাঁর সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ 'দ্য মাইন্ড অ্যান্ড সোসাইটি এ ট্রিটিজ অন জেনারেল সোসিওলজি' প্রকাশিত হয়। প্যারেটোর চিন্তাধারা ইটালিতে ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক সমর্থন যুগিয়েছিল বলে মনে করা হয়। তিনি মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের উত্থানকে স্বাগত জানান। তিনি মুসোলিনি কর্তৃক 'সেনেটর' নিযুক্ত হন যদিও পরে মুসোলিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করায় তিনি তার প্রতিবাদও করেন।

প্যারেটোর কয়েকটি বিখ্যাত রচনার নাম নিচে দেওয়া হ'ল ঃ—

১) ভিলফ্রেডো প্যারেটো, সোসিওলজিকাল রাইটিংস

২) ম্যানুয়েল অব পলিটিকাল ইকনমি

৩) দ্য মাইন্ড অ্যান্ড সোসাইটি ঃ এ ট্রিটিজ অন জেনারেল সোসিওলজি

অনুশীলনী - ৬

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) প্যারেটো ১৮৯৩ সালে ——— বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

(খ) ——— সালে প্যারেটোর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'দ্য মাইন্ড অ্যান্ড সোসাইটি' ঃ এ ট্রিটিজ অন জেনারেল সোসিওলজি' প্রকাশিত হয়।

(গ) প্যারেটো মুসোলিনি কর্তৃক ——— নিযুক্ত হন।

২) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা চিহ্ন × দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) প্যারেটো স্থায়ীভাবে আমৃত্যু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

(খ) প্যারেটো মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ধারণা পোষণ করতেন।

(গ) প্যারেটো মুসোলিনিকে সর্ববিষয়ে সমর্থন করেছেন।

৭.৪.১ যৌক্তিক ও অযৌক্তিক ক্রিয়কলাপ

প্যারেটোর মতে, কোন কাজকে তখনই যৌক্তিক বলা যায় যখন বিষয়ীগত ও বিষয়গতভাবে (subjectively and objectively) কাজটির উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। কোন কাজ তখনই যুক্তিপূর্ণ হিসাবে

বিবেচিত হবে যখন সেসময়ের সেরা জ্ঞানের মাপকাঠিতে কাজটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব বলে মনে হবে এবং কাজটির পন্থাগুলি উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ক্রিয়ারত ব্যক্তি (actor)-র মনে এবং যেসব ব্যক্তির এব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা বাস্তব মাপকাঠি অনুযায়ীও উদ্দেশ্যও উপায়ের মধ্যে এই সামঞ্জস্য থাকবে। যেসব কাজ এই যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের আওতায় পড়ে না সেগুলি হ'ল অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ। প্যারেটোর মতে, ভাবাবেগ হ'ল যুক্তিবিচারের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এই ভাববেগের দ্বারাই অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ প্রণোদিত হয়। প্যারেটোর মতে, মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ খুব কম দেখা যায়।

অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপকে প্যারেটো নিম্নোক্ত চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ—

(১) প্রথম ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বিষয়গত বা বিষয়ীগত কোন স্তরেই উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না। অর্থাৎ গৃহীত উপায়গুলির দ্বারা যুক্তিসংগতভাবে উদ্দেশ্যটি চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নয় এবং ক্রিয়ারত ব্যক্তিও ভাবে না যে উপায়গুলির দ্বারা উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হওয়া সম্ভব। প্যারেটোর মতে, এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ বিরল, কারণ মানুষের কার্য সঙ্গতিহীন হলেও সে এই কাজের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে চায়।

(২) দ্বিতীয় ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তবে বা বিষয়গত স্তরে উদ্দেশ্য ও উপায় সামঞ্জস্যহীন হয়। কিন্তু ক্রিয়ারত ব্যক্তি ভুলবশত মনে করে যে গৃহীত উপায়গুলি দ্বারা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। ধর্মীয় ও জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানাদি এই ধরনের ক্রিয়ার নিদর্শন। বৃষ্টি নামানোর জন্য যখন দেবতার উপাসনা করা হয় তখন বাস্তবে কেবলমাত্র সেই কাজের জন্য বৃষ্টি হয় না। কিন্তু ক্রিয়ারত ব্যক্তি ভাবে যে ঐ দেবারাধনার জন্যই বৃষ্টি হবে।

(৩) তৃতীয় ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বিষয়গত স্তরে বা বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু ক্রিয়ারত ব্যক্তি এব্যাপারে সচেতন নয়। প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex action) এধরনের কার্যাদির একটি সুপরিচিত উদাহরণ। কারুর চোখে বালুকণা ঢোকার পূর্বমূহূর্তে সে যদি চোখ বন্ধ করে ফেলে বালুকণা আর ঢুকতে পারে না। এক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্যের সাথে উপায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ক্রিয়ারত ব্যক্তি সচেনতভাবে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ঐ উপায় গ্রহণ করেনি। সহজাত প্রবৃত্তিগত আচরণ (instinctive behaviour) এ ধরনের ক্রিয়ার অন্তর্গত।

(৪) চতুর্থ ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তবে ঘটা ফলগুলি গৃহীত উপায়গুলির যুক্তিসঙ্গত পরিণাম। আবার ক্রিয়ারত ব্যক্তির চিন্তাভাবনা অনুযায়ীও উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য বিরাজ করে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে ও বস্তুগত স্তরে এই কর্মের ফলাফল ভিন্ন রূপ ধারণ করে। শান্তিবাদী, মানবদরদী, রাজনৈতিক নেতা প্রমুখের ভ্রান্ত আশার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত কার্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এঁরা আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য তাঁদের মতামত অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত পন্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের কাজের ফলে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তা তাঁদের কল্পনানুরূপ হয় না? বাস্তবে এবং তাঁদের মনোজগতেও উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে বাস্তবের ঘটনাক্রমের সাথে মনোজগতের ঘটনাক্রমের সমন্বয় ঘটে না।

প্যারেটোর মতে, মানুষের সমস্ত আচরণের একটি স্বল্প অংশই হ'ল যুক্তিসঙ্গত আচরণ। মানুষের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে বা কাজের পরিণতি অনুধাবন করার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক ভাবনা বেশি কাজে লাগে না। অতএব

মানুষের কাজের বেশিটাই অযৌক্তিক না হয়ে পারে না। কিন্তু যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ যুক্তিসঙ্গত আচরণ করে না, সে সবক্ষেত্রেই তার কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চায়। প্যারেটো বলেছেন যে, মানুষ নিজের এবং পরের কাছে প্রমাণ করতে চায় যে তার কার্যকলাপ যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনার পরিণাম। কিন্তু আসলে সে আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনা করে মাত্র।

দেওয়ানী আইন তত্ত্বগতভাবে যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের একটি বিশেষ ধরন, প্যারেটোর মতে, কিন্তু বিচারককদের আচরণ কখনও কখনও অযৌক্তিক হয়ে ওঠে। তাঁর মতে, বিচারালয়ের সিদ্ধান্তগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করে সেই সময়ে একটি সমাজে ক্রিয়াশীল স্বার্থ ও ভাবানুভূতিগুলির উপর, এবং বিচারকদের ব্যক্তিগত খামখেয়াল ও আকস্মিক ঘটনার উপরও এভাবে উপনীত রায়ের যৌক্তিকতা সম্পাদনের জন্য লিপিবদ্ধ আইনের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই লিপিবদ্ধ আইনের উপর নির্ভর করে রায় দেওয়া হয়।

প্যারেটোর মতে, অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত চারটি উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে— (১) ক্রিয়ারত ব্যক্তির মনের অবস্থা যা আমাদের অজানা ; (২) যুক্তিপ্রদর্শন, ভাবাদর্শ ও মতের সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত গোঁড়া মতবাদ (creed); (৩) ক্রিয়ারত ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকাশ, বিশেষত তার কথাবার্তা ; এবং (৪) ক্রিয়ারত ব্যক্তির কাজ বা আচরণ।

অনুশীলনী - ৭

১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) প্যারেটোর মতে, অযৌক্তিক কার্যকলাপ যে যুক্তিবিরোধী হবেই এমন কোন কথা নেই।

(খ) প্যারেটোর মতে, যে ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বিষয়গত বা বিষয়ীগত কোন স্তরেই উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না, সেধরনের অযৌক্তিক কার্যাবলীই বেশি।

(গ) ধর্মীয় বা জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায় সামঞ্জস্যহীন হয়।

(ঘ) প্রবৃত্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে।

(ঙ) প্যারেটোর মতে, মানুষের সমস্ত আচরণের বৃহদাংশই হ'ল যুক্তিসঙ্গত আচরণ।

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) প্যারেটোর মতে, কোন কাজকে তখনই যৌক্তিক বলা যায় যখন যুক্তি-অনুসারী হওয়ার ফলে —— ও বিষয়গতভাবে কাজটির উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে।

(খ) ধর্মীয় বা জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায় সামঞ্জস্যহীন নয়।

(ঘ) প্রবৃত্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে।

(ঙ) প্যারেটোর মতে, মানুষের সমস্ত আচরণের বৃহদাংশই হ'ল যুক্তিসঙ্গত আচরণ।

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) প্যারেটোর মতে, কোন কাজকে তখনই যৌক্তিক বলা যায় যখন যুক্তি-অনুসারী হওয়ার ফলে —— ও বিষয়গতভাবে কাজটির উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে।

(খ) অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপকে প্যারেটো —— ভাগে ভাগ করেছেন।

(গ) শান্তিবাদী, মানবদরদী, রাজনৈতিক নেতা প্রমুখের ভ্রান্ত আশার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত কার্যাদির ক্ষেত্রে —— ঘটনাক্রমের সাথে —— ঘটনাক্রমের সমন্বয় ঘটে না।

(ঘ) মানুষের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপরে বা কাজের পরিণতি অনুধাবন করার ব্যাপারে —— ভাবনা বেশি কাজে লাগে না।

(ঙ) দেওয়ানী আইন —— যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের একটি বিশেষ ধরন।

৭.৪.২ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চক্রাকারে আবর্তন

প্যারেটো মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। একদল মানুষ নমনীয়ভাবে পরিস্থিতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এরা নতুন নতুন উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্তি হয়। এরা আদর্শের তুলনায় বস্তুবাদী উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেয় এবং উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নীতিবোধ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না। প্রতারণা ও প্রচারের দ্বারা এরা ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এরা নানা ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা শুরু করে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক রফার দ্বারা রাজনৈতিক শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস করে। ম্যাকিয়াভেলির অনুকরণে প্যারেটো এদের 'শৃগাল' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আর একদল মানুষ আছে যারা হ'ল অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। এরা পরিবার, গোষ্ঠী, অঞ্চল ও দেশের প্রতি আনুগত্য দেখায়। এরা বিশ্বাস ও আদর্শের দ্বারা চালিত। এরা শ্রেণীগত একতাবোধ, জাতীয়তাবোধ ও ধর্মীয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এরা দরকার মত বলপ্রয়োগে ভয় পায় না বা দ্বিধা করে না। এরা বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। ম্যাকিয়াভেলির অনুকরণে প্যারেটো এদের 'সিংহ' বলে অভিহিত করেছেন।

প্যারেটোর মতে, মানুষ শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিগত দিক দিয়ে অসমান। যে কোন গোষ্ঠীতে সবচেয়ে সমর্থ ব্যক্তিদের প্যারেটো 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (elites) বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নৈতিক গুণমান যে উন্নত হবে বা সে যে বিশেষ সম্মানীয় হবে তা প্যারেটো বলেন নি। 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ বলতে তিনি শুধু তাদের বুঝিয়েছেন যারা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল। সফল ব্যবসায়ী, সফল উকিল, সফল শিল্পী, সফল লেখক—এরা সবাই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ।

শ্রেষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্যারেটো আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন—শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ দেশশাসনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। শৃগালের মত প্রতারণার মাধ্যমে অথবা সিংহের মত বলপ্রয়োগের দ্বারা এরা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করে। আদর্শ শাসকগোষ্ঠী একই সাথে শৃগালতুল্য ব্যক্তিবর্গ—যারা কল্পনাপ্রবণ, উদ্ভাবনক্ষম ও বিবেকহীন এবং সিংহতুল্য ব্যক্তিবর্গ—যারা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে ও কার্যসাধন করতে সক্ষম—উভয়কে নিয়ে গঠিত হবে। যখন শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এই উভয় প্রকার বিরোধী গুণাবলীর সুষ্ঠু মিশ্রণ বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় অনমনীয় আমলাদের হাতে যারা নবীকরণ ঘটাতে ও পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলতে অক্ষম, অথবা শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হয় কলহপ্রবণ আইনজ্ঞ ও বাকপটুদের হাতে যারা কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও কার্যসাধনে অক্ষম। এরকম ক্ষেত্রে শাসিত জনগণ শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং নতুন শাসক শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতা গ্রহণ করে আরও কার্যকরী শাসনব্যবস্থা কায়েম করে।

যখন কোন শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ অনেকদিন ধরে ক্ষমতায় আসীন থাকে তখন তারা বুদ্ধিবৃত্তির ও শিল্পকলার চর্চায় মেতে উঠতে পারে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়তে পারে। তারা যদি সম্ভাব্য নেতাদের প্রতি এরকম সহনশীল হয়ে ওঠে তখন সিংহতুল্য নেতৃবর্গ (যারা শাসককুলের অন্তর্ভুক্ত নয়) জনসাধারণকে শৃগালতুল্য শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারে। এভাবেই শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গঠিত হয়, শাসন করে, অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় এবং পরিশেষে নতুন শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা

অপসারিত হয়। প্যারেটো মন্তব্য করেছেন, 'অভিজাততন্ত্রসমূহ স্থায়ী হয় না। ....ইতিহাস অভিজাততন্ত্রসমূহের কবরখানা। ...ভারসাম্য বিচলিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হল নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চতম গুণাবলী জড়ো হওয়া এবং উল্টোদিকে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নিম্নতম গুণাবলী জড়ো হওয়া।"

শাসকশ্রেণী দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন থাকলে আরও এটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। তারা নিম্নশ্রেণীর থেকে উদ্ভূত নতুন ও সমর্থ ব্যক্তিদের, অর্থাৎ সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে অনিচ্ছুক ও অপারগ হয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে নতুন ও শাসনে সক্ষম শাসককুল পুরাতন শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কিন্তু সিংহরা শৃগালদের সরিয়ে ক্ষমতা দখল করলেও পরবর্তীকালে নিজেদের বুদ্ধিবলে শৃগালরা আবার ক্ষমতা দখল করে। শাসকবর্গের চক্রবৎ আবর্তন এভাবে চলতেই থাকে।

অনুশীলনী -৮

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) প্যারেটো মানুষকে ——— -এ ভাগ করেছেন।

(খ) যারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে, ——— -র অনুকরণে প্যারেটো তাদের '———' বলেছেন।

(গ) যে কেন গোষ্ঠীতে সবচেয়ে সমর্থ ব্যক্তিদের প্যারেটো '———' বলে উল্লেখ করেছেন।

(ঘ) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে প্যারেটো আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ ——— শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং ——— শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ।

(ঙ) প্যারেটোর মতে, আদর্শ শাসকগোষ্ঠীর একই সাথে ——— ব্যক্তিবর্গ এবং ——— ব্যক্তিবর্গ উভয়কে নিয়ে গঠিত হবে।

(চ) প্যারেটোর মতে, যখন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতায় আসীন হয়ে থাকে তখন তারা ——— অনিচ্ছুক হয়ে পড়তে পারে।

(ছ) প্যারেটো মন্তব্য করেছেন, "ইতিহাস অভিজাততন্ত্রসমূহের ———।"

(জ) প্যারটোর মতে, শ্রেষ্ঠ শাসকবর্গের ——— আবর্তন চলতেই থাকবে।

৭.৪.৩ অবশেষ ও ব্যুৎপত্তিসমূহ

প্যারেটোর মতে, মানুষের অধিকাংশ কর্মই অযৌক্তিক হ'লেও মানুষ তার আচরণকে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে করে এবং তার আচরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে চায়। বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত নানা প্রথা, বিচিত্র অভ্যাস, তত্ত্বসমূহ, গোঁড়া মতবাদ, বিশ্বাস, পূর্জার্চনার পদ্ধতি, জাদুবিদ্যার কলাকৌশল ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে প্যারেটো দেখেছেন যে মানুষ বিভিন্ন স্থান, বস্তু, দিন ও সংখ্যাকে শুভ বা অশুভ বলে চিহ্নিত করেছে। এই আচরণ অযৌক্তিক হলেও মানুষ একে যুক্তিসঙ্গত মনে করে এর সমর্থনে যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করেছে। মানবীয় আচরণের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, মানুষ প্রথমে চিন্তাপূর্বক তার ধারণাগুলি গড়ে তোলে এবং পরে সে ঐসব ধারণা অনুযায়ী কাজ করে। কিন্তু প্যারেটোর মতে, বাস্তব হ'ল এর বিপরীত। মানুষ প্রথমে কাজ করে পরে তার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করে।

এই প্রসঙ্গে পারেটো দু'টি নির্দিষ্ট অর্থবহ শব্দ ব্যবহার করেছেন— 'অবশেষসমূহ' (reindues) এবং 'ব্যুৎপত্তিসমূহ' (derivations)। অবশেষগুলি হ'ল মানবীয় আচরণের স্থায়ী ও অপরবির্তনীয় উপাদান এবং

কর্মপ্রবৃত্তিমূলক। এগুলি ঠিক অনুভূতি নয়, বরং অনুভূতির প্রকাশক। অবশেষগুলি অনুভূতি ও কর্মের মাঝামাঝি অবস্থান করে। ব্যুৎপত্তিগুলি হল অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল উপাদান। এগুলি হ'ল অযৌক্তিক আচরণের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যাপ্রদান। যেমন চৈনিক খাদ্য পছন্দ করাটা হল ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। কিন্তু চৈনিক খাদ্যরসিক ব্যক্তি যদি সেই খাদ্যের উৎকর্ষজ্ঞাপক ব্যাখ্যা প্রদান করে, তবে তা হ'ল ব্যুৎপত্তিমাত্র। ব্যুৎপত্তিগুলি গড়ে ওঠে মানুষের আচরণ সংক্রান্ত যুক্তি, বিশ্লেষণ, তর্কবিতর্ক ও আদর্শগত সমর্থন খোঁজার মাধ্যমে। প্যারেটোর মতে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাননীয় আচরণসংক্রান্ত ধারণা ও তত্ত্বাবলীকে যেভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে সেভাবে গ্রহণ না করে বরং এসকল ধারণা ও তত্ত্বাবলীর মাধ্যমে মানুষ কিভাবে তার আচরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছে তার অন্বেষণ করবে।

প্যারেটো অবশেষগুলিকে নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (১) সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃত্তি, যার দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তু বা অবস্থাকে সংযুক্ত করে এবং উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দেয় ; (২) সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষ যার মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যসাধনের ও স্থায়িত্বরক্ষার রক্ষণশীল প্রবণতার প্রকাশ ঘটে ; (৩) অনুভূতির অভিব্যক্তির অবশেষ যা মানুষকে আত্মপ্রকাশে প্রণোদিত করে ; (৪) সামাজিকতার অবশেষ, অথবা সমাজগঠন ও একই ধরনের আচরণপদ্ধতি গড়ে তোলার তাড়না ; (৫) ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়ণতার অবশেষ যার ফলে ফৌজদারী আইনের মত প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠে ; এবং (৬) যৌনপ্রবৃত্তিঘটিত অবশেষ। এদের মধ্যে প্রথম দু'টি অবশেষের কোন একটির আধিক্যের ভিত্তিতে প্যারেটো পূর্বোক্ত অধ্যায়ে উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। শৃগালদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃত্তির আধিক্য থাকে এবং সিংহদের মধ্যে সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। অ্যাঁরো বলেছেন, প্যারেটোর এই অবশেষসমূহের শ্রেণীবিভাগ প্রমাণ করে যে মানুষের আচরণ সংগঠিত, আচরণের প্রবৃত্তিগুলি নিয়মশৃঙ্খলাহীন নয়, মানুষের প্রকৃতিতে এক অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিরাজ করে এবং সমাজে মানুষের অযৌক্তিক পরীক্ষামূলক আচরণেও এক ধরনের যুক্তিবিন্যাস দেখা যায়।

ব্যুৎপত্তিগুলিকেও প্যারেটো নিম্নলিখিত চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ (১) নিশ্চিত উক্তিঘটিত ব্যুৎপত্তি ঘটনা ও অনুভূতিসংক্রান্ত দৃঢ়কথন (affirmation) যার অন্তর্গত ; (২) কর্তৃত্বঘটিত ব্যুৎপত্তি যে কর্তৃত্ব ব্যক্তিনির্ভর, গোষ্ঠীনির্ভর, প্রথানির্ভর বা দৈবনির্ভর হতে পারে ; (৩) সাধারণ ভাবপ্রবণতা ও নীতিসমূহের অনুসারী ও সেগুলির রক্ষক ব্যুৎপত্তি ; এবং (৪) বাচনিক প্রমাণঘটিত ব্যুৎপত্তি যেগুলিকে রূপক বা উপমা হিসাবে প্রকাশিত হয়। অবশেষ ও ব্যুৎপত্তির বিশ্লেষণের দ্বারা প্যারেটো সেই আচরণকে উদ্‌ঘাটিত করেন যা ক্রিয়ারত ব্যক্তির কাছে যৌক্তিক হিসাবে প্রতিভাত হ'লেও নিরপেক্ষ পর্যপেক্ষকের কাছে অযৌক্তিক হিসাবে গণ্য হয়।

প্যারেটোর মতে, ক্রিয়ারত ব্যক্তির উপলব্ধি ও ব্যাখ্যায় তার আচরণের প্রকৃত কারণের সন্ধান মেলে না। বিভিন্ন ব্যুৎপত্তির অন্তর্দেশে নির্দিষ্ট অবশেষের তাড়নার দ্বারা বিভিন্ন মানুষের একই ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হবে। যেমন প্যারেটো বলেছেন, "একজন চৈনিক, একজন মুসলমান, একজন ক্যালভিনপন্থী, একজন ক্যাথলিক, একজন কান্টের অনুগামী, একজন হেগেলের অনুগামী, একজন বস্তুবাদী—সকলেই চৌর্য থেকে বিরত থাকে ; কিন্তু প্রত্যেকেই তার আচরণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়।" প্যারেটো কিন্তু মনে করেন যে, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের অনুগামীদের ব্যক্তিগত সততা ও আত্মমর্যাদা রক্ষার একই রকম প্রয়োজন বিদ্যমান। অতএব পঞ্চম অবশেষ বা ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়ণতার অবশেষই হ'ল তাদের আচরণের সত্যকার কারণ। এ ব্যাপরে তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যাখ্যা হ'ল পরবর্তীকালে উদ্ভাসিত যৌক্তিকতা প্রদান মাত্র।

প্যারেটোর মতে, কোন মতবাদে বিশ্বাসীর সাথে সেই মতবাদের সঠিকতা নিয়ে বিতর্ক নিস্ফল। শুধু

বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টির দ্বারাই আমরা মানুষের আচরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যার অসারতা এবং মানুষের মূলগত অবশেষসমূহ থেকে বিভিন্ন তত্ত্ব ও ভাবাদর্শের উৎপত্তির বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হব। এই পদ্ধতিতে আমরা নিজেদের ও অপরের আচরণ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে পরিশেষে মানবীয় আচরণবিজ্ঞান গড়ে তুলতে সমর্থ হব।

অনুশীলনী - ৯

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) প্যারেটোর মতে, মানুষের অধিকাংশ কর্মই হ'ল ———।

(খ) অবশেষগুলি ——— ও কর্মের মাঝামাঝি অবস্থান করে।

(গ) ———গড়ে ওঠে মানুষের আচরণসংক্রান্ত যুক্তি-বিশ্লেষণ, তর্কবিতর্ক ও আদর্শগত সমর্থন খোঁজার মাধ্যমে।

(ঘ) প্যারেটোর মতে, বিভিন্ন ব্যুৎপত্তির অন্তর্দেশে অবস্থিত নির্দিষ্ট ——— তাড়নার দ্বারা বিভিন্ন মানুষের একই ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হবে।

২) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) প্যারেটোর মতে, বাস্তবে মানুষ প্রথম চিন্তাপূর্বক তার ধারণাগুলি গড়ে তোলে এবং পরে সে ঐসব ধারণা অনুযায়ী কাজ করে।

(খ) প্যারেটোর মতে, শৃগালদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃত্তির আধিক্য থাকে।

(গ) প্যারেটোর মতে, ক্রিয়ারত ব্যক্তির উপলব্ধি ওব্যাখ্যায় তার আচরণের প্রকৃত কারণের সন্ধান মেলে।

(ঘ) প্যারেটোর মতে, কোন মতবাদে বিশ্বাসীর সাথে সেই মতবাদের সঠিকতা নিয়ে বিতর্ক নিস্ফল।

৭.৫ সারাংশ

হ্বেবারের মতে, সমাজতত্ত্ব সামাজিক ক্রিয়ার মর্মগ্রহণমূলক অনুধাবনের চেষ্টার দ্বারা সামাজিক ক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি ও ফলাফলসমূহের একটি কার্যকারণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় পৌঁছতে চেষ্টা করে। এই মর্মগ্রহণের জন্য সহানুভূতিমূলক ও বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দশন দরকার যাকে হ্বেবার 'ফের্স্তেহেন' বলেছেন। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই বোঝা ও ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু সামাজিক ঘটনাগুলিকে বুঝতে গেলে সেগুলির মর্মগ্রহণ করা দরকার। এগুলি ঠিকমত অনুধাবন করার জন্য নিজেকে সেই অবস্থায় প্রক্ষেপ করা দরকার। সামাজিক ঘটনাগুলি যারা ঘটাচেছ তাদের মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও আশাকে না বুঝে ঘটনাগুলি বুঝে উঠতে পারব না।

হ্বেবারের মতে, ক্রিয়া তখনই সামাজিক হয়ে ওঠে যখন ক্রিয়ারত ব্যক্তির ব্যক্তিসাপেক্ষ অর্থ আরোপিত হওয়ার ফলে এক ব্যক্তি অন্যের ব্যবহারকে গ্রাহ্য করে এবং ক্রিয়াটির গতিপ্রকৃতি তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমস্ত পারস্পরিক ক্রিয়া বা আচরণ সামাজিক হয় না। সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য হ'ল সামাজিক ক্রিয়াকে বোঝা। হ্বেবার সামাজিক ক্রিয়াকে নিম্নোক্ত চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ (ক) যুক্তিবাদী উদ্দেশ্যসাধক ক্রিয়া ; (খ) যুক্তিবাদী মূল্যবোধ প্রভাবিত ক্রিয়া ; (গ) হৃদয়াবেগসঞ্জাত ক্রিয়া এবং (ঘ) ঐতিহ্যানুসারী ক্রিয়া।

আদর্শরূপ হ'ল হ্বেবারের দ্বারা উদ্ভাবিত এক ধরনের ধারণাগত নির্মিত যার মাধ্যমে বিভিন আপাত সম্পর্কহীন

ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যকে অনুধাবন করা যায় এবং বাস্তব ক্ষেত্রে আদর্শ থেকে বিচ্যুতির পরিমাণও পরিমাপ করা যায়। এর সঙ্গে মূল্য বিচারের কোন সম্পর্ক নেই। আদর্শরূপ গঠনের ক্ষেত্রে গোটা বিষয়টির কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে নির্বাচন করে নেওয়া হয় বা জোর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। একারণে বাস্তব ঘটনা কখনই এই নির্মিতিটির ঠিক অনুরূপ হয় না, কিন্তু তা অনেকাংশে নির্মিতিটির কাছাকাছি আসে।

এই আদর্শরূপের ধারণা হ্বেবার তিন ধরনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন। প্রথম ধরনের আদর্শরূপের ধারণার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে— যেমন পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র ও প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় ধর্মমত— তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধরনের আদর্শরূপের ধারণা গড়ে উঠেছে আমলাতন্ত্র বা কর্তৃত্বের ধারণার মত ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিমূর্ত স্বরূপকে কেন্দ্র করে। তৃতীয় ধরনের আদর্শরূপের সামাজিক ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকারের (যেমন যুক্তিবাদী উদ্দেশ্যসাধক ক্রিয়া, যুক্তিবাদী মূল্যবোধ প্রভাবিত ক্রিয়া, হৃদয়াবেগ— সঞ্জাত ক্রিয়া ও ঐতিহ্যানুসারী ক্রিয়া) ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।

পুঁজিবাদের আবির্ভাবের কারণ হিসাবে মার্ক্স অর্থনৈতিক কারণের উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে ভিন্নমত হয়ে হ্বেবার বলেছেন যে, অর্থনৈতিক কারণ সমাজ-পরিবর্তনের একটি উপাদান মাত্র এবং ধর্মও অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে। তাঁর 'প্রোটেস্টান্ট এথিক অ্যান্ড দ্য স্পিরিটি অব ক্যাপিটালিজম্' নামক গ্রন্থে হ্বেবার দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে যদিও প্রোটেস্টান্ট ধর্মের বিকাশই পুঁজিবাদের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ নয়, তবু প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ এব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর মতে, আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হ'ল সীমাহীন সঞ্চয়ের ধারণা এবং লাভের জন্য ফাটকাবাজি ও ঝুঁকিবহুল উদ্যোগের উপর জোর না দিয়ে অধ্যবসায় ও যুক্তিবাদী পরিশ্রমের উপর জোর দেওয়া। প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নমুনা হিসাবে হ্বেবার ক্যালভিনের ধর্মমতকে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মের আধ্যাত্মিক দিকের উপর ততটা গুরুত্ব তিনি দেননি যতটা তিনি ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধের উপরে দিয়েছিলেন।

হ্বেবারের মতে, ক্যালভিনীয় নীতিবোধ মানুষের মনকে ধর্মীয় রহস্যবোধ থেকে মুক্ত করে এনে মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানসম্মত মানসিকতার উন্মেষ ঘটিয়েছে। যেখানে ক্যাথলিক ধর্মমতে পরিশ্রমকে আদিপাপের শাস্তি বলে মনে করা হয় যা আজও মানুষকে বহন করতে হচ্ছে, প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত অনুসারে সেখানে কর্মই হ'ল ধর্ম। ক্যাথলিকদের বর্ষপঞ্জী ছুটির দিনে ভরা কারণ তাদের মতে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য অবসর দরকার। কিন্তু প্রোটেস্টান্টরা কর্মের মাধ্যমে ধর্মপালনের উপর জোর দিয়ে কলকারখানা ও ব্যবাসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি সপ্তাহের সাত দিনই খোলা রাখতে বলে। ক্যালভিনের মতে, প্রত্যেকেরই একটি বৃত্তি বেছে নিয়ে পার্থিব সাফল্য লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। এই নতুন নীতিবোধ অনুযায়ী একজন ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে দারিদ্র্য বরণ করা, সন্ন্যাস নেওয়া, কৃচ্ছ্রসাধন ও তীর্থযাত্রার আবশ্যকতা আর থাকল না। এই নীতিবোধ অনুযায়ী মানুষ লাভজনক কাজ করে এবং ধনসঞ্চয়ের দ্বারাই ধর্মাচরণ করতে সক্ষম হ'ল। এছাড়াও ক্যাথলিক অনুশাসনের বিপরীতে গিয়ে ক্যালভিন ঋণের উপর সুদগ্রহণের ব্যাপারে আধ্যাত্মিক অনুমোদন দেন। ফলে বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থা গড়ে উঠলো এবং মূলধন সঞ্চিত হতে লাগলো। প্রোটেস্টান্ট অনুশাসন মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখভোগকে নিরুৎসাহিত করে। এতেও অর্থের অপব্যয় রুদ্ধ হয়ে পুঁজির জন্য অর্থের সঞ্চয় সম্ভব হ'ল। পরিশেষে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজে বাইবেল পড়তে পারা উচিৎ এই ঘোষণার দ্বারা সাক্ষরতা এবং সাধারণ ও বিশেষীকৃত শিক্ষাবিস্তারে প্রেরণা যোগাল। ইউরোপে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের পিছনে হ্বেবার বিভিন্ন উপাদানের অবদানকে মেনেয় নিয়েও বলেছেন যে যুক্তিবাদী অর্থনৈতিক নীতিবোধ— যা প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত থেকে উদ্‌গত হয়েছিল— এব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

হ্বেবার হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম, ইহুদী ধর্ম ও কনফিউসিয়াস-প্রচারিত ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধ এবং অনুগামীদের অর্থনীতির উপর ঐ নীতিবোধের প্রভাব নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষেও কতকগুলি আর্থ-সামাজিক প্রভাবের ফলে আভ্যন্তরীণভাবে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ ও বর্ণব্যবস্থা এবিষয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

হ্বেবার 'আদর্শরূপ' নামক বিশেষ পদ্ধতিটির প্রয়োগপূর্বক বিশুদ্ধ আমলাতন্ত্রের একটি তাত্ত্বিক প্রকরণ গড়ে তুলেছেন। তিনি আমলাতন্ত্রের নিম্নলিখিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন—

(১) আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় কার্যাবলীকে কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব হিসাবে বিভিন্ন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হয়।

(২) এসকল দায়িত্ব পালনের জন্য আধিকারিকরা যথেষ্ট আইনগতভাবে লিপিবদ্ধ কর্তৃত্ব পায় যার মধ্যে শাস্তিদানেরও ব্যবস্থা করা থাকে।

(৩) আধিকারিকদের কর্মসম্পাদনের জন্য অন্যান্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থাও থাকে।

(৪) কর্মক্ষেত্রে সংগঠন উচ্চাবচ বিন্যাসের উপর স্থাপিত হয়।

(৫) বিভিন্ন স্থায়ী ও বিশদ বিমূর্ত রীতির একটি সুসমঞ্জস ব্যবস্থা হিসাবে কার্যাদি পরিচালিত হয় এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই রীতিগুলি প্রযুক্ত হয়।

(৬) দফতর পরিচালিত হয় লিখিত নথিপত্রের ভিত্তিতে।

(৭) প্রত্যেক আধিকারিকের একটি নির্দিষ্ট অধিকারভুক্তি থাকে।

(৮) যোগ্যতা যাচাই বা পরীক্ষার মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়। তাদের খুশিমত বরখাস্ত করা যায় না।

(৯) প্রতি কর্মচারী নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন এবং কর্মান্তে বার্ধক্যভাতা লাভ করে।

(১০) বেতন ছাড়া অন্য লাভের উৎস হিসাবে আমলাতান্ত্রিক পদকে ব্যবহার করা যায় না।

(১১) কর্মচারীর ব্যক্তিগত জীবন থেকে তার দফতরকে সর্ব ব্যাপারে পৃথকীকৃত করা হয়।

(১২) একটি পূর্ণ বিকশিত দফতরে কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কর্মচারীকে তার কর্মক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে হয়।

(১৩) এক আনুষ্ঠানিক নৈর্ব্যক্তিকতার মনোভাব নিয়ে আদর্শ আমলা দফতরের কর্মসম্পাদন করে।

(১৪) আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সর্বাধিক কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারে।

(১৫) পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করা অত্যন্ত কঠিন। হ্বেবার অবশ্য এবিষয়ে অবহিত ছিলেন যে, রীতিনীতির আধিক্য আমলার নিজস্ব উদ্যোগ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতাকে খর্ব করে এবং আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর কাঠিন্য ও অদক্ষতা বৃদ্ধি করায়।

হ্বেবারের মতে, মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির প্রচলন ও নিয়মিত কর আদায়ের প্রয়োজন, প্রযুক্তির উন্নতির

ফলস্বরূপ ভোগপণ্যসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিভিন্ন শিল্পবাণিজ্যিক সংস্থাকর্তৃক সেগুলি বিপণনের প্রয়োজন, আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের বর্ধিত কর্মসম্পাদন ইত্যাদি কারণে বর্তমান যুগে আমলাতান্ত্রিক সংগঠন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। হ্বেবার বলেছেন যে, আধুনিক জীবনযাত্রা প্রণালী ও অর্থনীতির যুক্তিসম্মতকরণের সাথে আমলাতন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলত আমলাতন্ত্র আধুনিক সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে—সসস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংঘ ও সংগঠনে—পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

প্যারেটোর মতে, কোন কাজকে তখনই যৌক্তিক বলা যায় যখন বিষয়গতভাবে কাজটির উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। যেসব কাজ এই যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের আওতায় পড়ে না সেগুলি হ'ল অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ। প্যারেটোর মতে মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ খুব কম দেখা যায়। অযৌক্তিক কার্যকলাপকে প্যারেটো নিম্নলিখিত চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ—

(১) প্রথম ধরণের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বিষয়গত বা বিষয়ীগত কোনস্তরেই উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না।

(২) দ্বিতীয় ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায় সামঞ্জস্যহীন হয়। কিন্তু ক্রিয়ারত ব্যক্তি ভুলবশত মনে করে যে গৃহীত উপায়গুলির দ্বারা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

(৩) তৃতীয় ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তবে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু ক্রিয়ারত ব্যক্তি এব্যাপারে সচেতন নয়।

(৪) চতুর্থ ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তবে ঘটা ফলগুলি গৃহীত উপায়গুলির যুক্তিসঙ্গত পরিণাম। আবার ক্রিয়ারত ব্যক্তির চিন্তাভাবনা অনুযায়ীও উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে ও বস্তুগত স্তরে এই কর্মের ফলাফল ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

প্যারেটোর মতে, যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ যুক্তিসঙ্গত আচরণ করে না। সে কিন্তু নিজের কাছে ও অপরের কাছে নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চায়। দেওয়ালী আইন তত্ত্বগতভাবে যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের একটি বিশেষ ধরন। কিন্তু প্যারেটোর মতে, বিচারালয়ের সিদ্ধান্তগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অযৌক্তিক উপাদান (যেমন বিচারকদের ব্যক্তিগত খামখেয়াল বা আকস্মিক ঘটনা)-র উপর নির্ভর করে। খুব কম ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ আইনের উপর ভিত্তি করে রায় দেওয়া হয়। বরং অন্যভাবে উপনীত রায়ের যৌক্তিকতা সম্পাদনের জন্য লিপিবদ্ধ আইনের উল্লেখ করা হয়।

প্যারেটোর মতে, অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চারটি উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে—(ক) ক্রিয়ারত ব্যক্তির মনের অবস্থা ; (খ) গোঁড়া মতবাদ ; (গ) ক্রিয়ারত ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকাশ এবং (ঘ) ক্রিয়ারত ব্যক্তির আচরণ।

প্যারেটো মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। একদল মানুষ নমনীয়ভাবে পরিস্থিতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং আদর্শের তুলনায় বস্তুবাদী উদ্দেশ্যকে বেশি প্রাধান্য দেয়। প্রতারণা ও প্রচারের দ্বারা এরা ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। আর একদল মানুষ হ'ল অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল এবং বিশ্বাস ও আদর্শ দ্বারা চালিত। এরা বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। ম্যাকিয়াভেলির অনুকরণে প্যারেটো এই দু'দল মানুষকে যথাক্রমে 'শৃগাল' ও 'সিংহ' বলেছেন। যে কোন গোষ্ঠীতে সবচেয়ে সমর্থ ব্যক্তিদের প্যারেটো 'শ্রেষ্ঠ

ব্যক্তিবর্গ বলে উল্লেখ করেছেন। এরা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে প্যারেটো আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন—শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। প্যারেটোর মতে, আদর্শ শাসকগোষ্ঠী একই সাথে শৃগালোপম ব্যক্তিবর্গ এবং সিংহোপম ব্যক্তিবর্গ উভয়কে নিয়ে গঠিত হবে। যখন শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এই উভয়প্রকার বিরোধী গুণাবলীর সুষ্ঠু মিশ্রণ বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় অনমনীয় আমলাদের হাতে অথবা কলহপ্রবণ আইনজ্ঞ ও বাকপটুদের হাতে। এরকম ক্ষেত্রে শাসিত জনগণ শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং নতুন শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতা দখল করে। প্রত্যেক সমাজেই সম্ভাব্য ও অসন্তুষ্ট নেতারা থাকে। এদের হয় শাসকগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অথবা অপসারিত করতে হবে। যখন কোন শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ অনেকদিন ধরে ক্ষমতায় আসীন থাকে তখন তারা সম্ভাব্য নেতাদের প্রতি সহনশীল ও বলপ্রয়োগে অনিচ্ছুক হয়ে পড়তে পারে। তখন সিংহতুল্য নেতৃবর্গ (যারা শাসককুলের অন্তর্ভুক্ত নয়) জনসাধারণকে শৃগালতুল্য শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারে। এভাবেই শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গঠিত হয়, শাসন করে, অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় এবং পরিশেষে নতুন শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা অপসারিত হয়। শাসকশ্রেণী দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন থাকলে তারা সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে অনিচ্ছুক ও অপারগ হয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রেও নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভূত নতুন ও সমর্থ শাসককুল পুরাতন শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কিন্তু সিংহরা শৃগালদের সরিয়ে ক্ষমতা দখল করলেও পরবর্তীকালে নিজেদের বুদ্ধিবলে শৃগালরা আবার ক্ষমতা দখল করবে। শাসকবর্গের চক্রবৎ আবর্তন এভাবে চলতেই থাকে।

প্যারেটোর মতে, মানুষের অধিকাংশ কাজই অযৌক্তিক হ'লেও মানুষ তার আচরণকে যুক্তিসম্মত বলেই মনে করে এবং তার আচরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে চায়। মানুষ তার ধারণাগুলি গড়ে তুলে তার ভিত্তিতে কাজ করে না। বরং যে প্রথমে কাজ করে পরে তার যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যা দেয়। প্যারেটো অবশেষ বলতে বুঝিয়েছেন মানবীয় আচরণের স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় উপাদান যেগুলি হ'ল অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল উপাদান। অবশেষগুলি অনুভূতি ও কর্মের মাঝামাঝি বিরাজ করে। আর ব্যুৎপত্তিগুলি গড়ে ওঠে মানুষের আচরণসংক্রান্ত যুক্তি-বিশ্লেষণ, তর্কবিতর্ক ও আদর্শগত সমর্থন খোঁজার মাধ্যমে। প্যারেটো অবশেষগুলিকে নিম্নোক্ত ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (১) সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃত্তি ; (২) সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষ ; (৩) অনুভূতির অভিব্যক্তির অবশেষ ; (৪) সামাজিকতার অবশেষ ; (৫) ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়নতার অবশেষ এবং (৬) যৌনপ্রবৃত্তিঘটিত অবশেষ। ব্যুৎপত্তিগুলিকেও প্যারেটো নিম্নলিখিত চারভাগে ভাগ করেছেনঃ (১) নিশ্চিত উক্তিঘটিত ব্যুৎপত্তি ; (২) কর্তৃত্বঘটিত ব্যুৎপত্তি ; (৩) সাধারণ ভাবপ্রবণতা ও নীতিসমূহের অনুসারী ও সেগুলির রক্ষক ব্যুৎপত্তি। অবশেষ ও ব্যুৎপত্তির বিশ্লেষণের দ্বারা প্যারেটো সেই আচরণকে উদঘাটিত করেন যা ক্রিয়ারত ব্যক্তির কাছে যৌক্তিক বলে প্রতিভাব হ'লেও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের কাছে অযৌক্তিক হিসাবে গণ্য হয়। ক্রিয়ারত ব্যক্তির উপলব্ধি ও ব্যাখ্যায় তার আচরণের প্রকৃত কারণের সন্ধান মেলে না। বিভিন্ন ব্যুৎপত্তির অন্তর্দেশ অবস্থিত নির্দিষ্ট অবশেষের তাড়নার দ্বারা বিভিন্ন মানুষের একই ধরনের আচরণকে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হবে। শুধু বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টির দ্বারাই আমরা মানুষের আচরণকে যৌক্তিক ব্যাখ্যার অসারতা এবং মানুষের মূলগত অবশেষসমূহ থেকে বিভিন্ন তত্ত্ব ও ভাবাদর্শের উৎপত্তির বিষয়টি বুঝতে পারব। এইভাবে আমরা নিজেদের ও অপরের আচরণ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে পরিশেষ একটি মানবীয় আচরণ বিজ্ঞান গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

৭.৬ অনুশীলনী

১) হ্বেবার সমাজতত্ত্বকে কিভাবে বুঝেছেন ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২) বুদ্ধিদীপ্ত ও অন্তর্দর্শনমূলক মর্মগ্রহণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৩) হ্বেবারের মতে কখন ক্রিয়া সামাজিক হয়ে ওঠে এবং সামাজিক হয়না ? একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৪) হ্বেবার সামাজিক ক্রিয়াকে কি কি ভাগে ভাগ করেছেন তার বিশদ বর্ণনা করুন। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৫) সমাজ-পরিবর্তনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হ্বেবার মার্ক্সের থেকে কি ধরনের ভিন্নমত পোষণ করতেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৬) হ্বেবার আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মতন্ত্রের নমুনা হিসাবে কি গ্রহণ করেছিলেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৭) ক্যালভিনের ধর্মমতে কিভাবে ধর্মাচরণের পদ্ধতি হিসাবে উৎপাদনমূলক কর্ম ও পার্থিব সমৃদ্ধি লাভের চেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৮) কিভাবে প্রোটেস্টান্ট অনুশাসন দ্বারা অর্থের অপব্যয় রুদ্ধ হ'ল এবং পুঁজির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চিত হতে থাকল ? দেড়শটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৯) হ্বেবার কিভাবে প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয় নীতিবোধ ছাড়াও পৃথিবীর আরও কয়েকটি ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধের প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন ? দেড়শটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১০) আদর্শরূপের ধারণাটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন। দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১১) হ্বেবার আদর্শরূপের ধারণা কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন ? দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১২) হ্বেবার আদর্শরূপের ধারণা প্রয়োগের কোন কোন সীমাবদ্ধতা ও বিপদের কথা বলেছেন ? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৩) হ্বেবারকে অনুসরণপূর্বক আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিশ্লেষণ করুন। পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৪) হ্বেবারের মতে কোন কোন যুক্তিসঙ্গত নীতির উপর আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সংগঠিত হয় ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৫) আমলাদের অবস্থান, অধিকার ও দায়িত্বের কি ধরনের চিত্র হ্বেবার দিয়েছেন ? দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৬) হ্বেবারকে অনুসরণপূর্বক আমলাতন্ত্রের শক্তির বিবরণ দিন। একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন ?

১৭) হ্বেবারের মতে আধুনিক আমলাতন্ত্রের আবির্ভাবের কারণ কি কি ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন ?

১৮) প্যারেটো যৌক্তিক ও অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ কাকে বলেছেন ? দেড়শটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৯) ধর্মীয় ও জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানাদি প্যারেটো কি ধরনের অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২০) প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে প্যারেটো কি ধরনের অযৌক্তিক কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত করেছেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২১) শান্তিবাদী, মানবদরদী, রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতির ভ্রান্ত আশার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত কার্যাদিকে প্যারেটো কি ধরনের অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২২) কিভাবে প্যারেটোর মতে মানুষ যুক্তিসঙ্গত আচরণ না করলেও নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চায় ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন ?

২৩) প্যারেটো কিভাবে দেওয়ানী আইন ও বিচারালয়ে রায়দান পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেছেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২৪) প্যারেটোর মতে অযৌক্তিক কার্যাদির ক্ষেত্রে কি কি উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকে ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২৫) প্যারেটো কাদের 'শৃগাল' এবং কাদের 'সিংহ' বলেছেন ? দেড়শটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২৬) প্যারেটো 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ' কাদের বলেছেন এবং কি কি ভাগে ভাগ করেছেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২৭) প্যারেটোর মতে কি ধরনের শাসকগোষ্ঠী আদর্শ এবং কি ধরনের শাসকগোষ্ঠী আদর্শ নয় ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২৮) কি ভাবে শাসকবর্গের চক্রবৎ আবর্তন চলে ? দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২৯) অবশেষে ও ব্যুৎপত্তিগুলির মধ্যে প্যারেটো কিভাবে পার্থক্য করেছেন ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৩০) প্যারেটো অবশেষগুলিকে কি কি ভাগে ভাগ করেছেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৩১) প্যারেটো ব্যুৎপত্তিগুলিকে কি কি ভাগে ভাগ করেছেন ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৭.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

১) (ক) আইন

(খ) অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর

(গ) টনিজ

(ঘ) পরামর্শদাতা

(ঙ) ভিয়েনা

অনুশীলনী - ২

১) (ক) × (খ) ✓ (গ) ✓ (ঘ) ✓ (ঙ) × (চ) ×

২) (ক) বুদ্ধিদীপ্ত

(খ) চার

(গ) হৃদয়াবেগ সঞ্জাত

(ঘ) উদ্দেশ্যসাধক

অনুশীলনী - ৩

১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ✓

(ঘ) ✓

(ঙ) ×

২) (ক) তিন

(খ) ঐতিহাসিক

(গ) যুক্তিগ্রাহ্য-আইনভিত্তিক

অনুশলনী - ৪

১) (ক) মার্ক্স

(খ) সঞ্চয়

(গ) ক্যালভিন

(ঘ) অর্থনৈতিক

(ঙ) আদিপাপ

(চ) কর্ম

(ছ) বর্ণব্যবস্থা

২) (ক) × (খ) ✓ (গ) ✓ (ঘ) ✓ (ঙ) × (চ) ✓ (ছ) ✓

অনুশীলনী - ৫

১) (ক) আদর্শরূপ (খ) শাস্তিদায়ক (গ) উচ্চাবচ (ঘ) বিমূর্ত (ঙ) আদিম রূপে

(চ) অধিকারভুক্তি (ছ) আত্মসাৎ (জ) পূর্ণবিকশিত (ঝ) নৈর্ব্যক্তিকতার (ঞ) অভঙ্গুর

অনুশীলনী - ৬

১) (ক) লসেন

(খ) ১৯০৬

(গ) সেনেটর

২) (ক) × (খ) ✓ (গ) ×

অনুশীলনী - ৭

১) (ক) ✓ (খ) × (গ) ✓ (ঘ) ✓ (ঙ) ×

২) (ক) বিষয়ীগত

(খ) চার

(গ) বাস্তবের মনোজগতের

(ঘ) বৈজ্ঞানিক

(ঙ) তত্ত্বগতভাবে

অনুশীলনী - ৮

১) (ক) দু'ভাগ

(খ) ম্যাকিয়াভেলি সিংহ

(গ) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ

(ঘ) শাসক অশাসক

(ঙ) শৃগালতুল্য সিংহতুল্য

(চ) বলপ্রয়োগ

(ছ) কবরখানা

(জ) চক্রবৎ

অনুশীলনী - ৯

১) (ক) অযৌক্তিক

(খ) অনুভূতি

(গ) ব্যুৎপত্তিগুলি

(ঘ) অবশেষের

২ (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ×

(ঘ) ✓

অনুশীলনী

১) ৭.৩.১ অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) মানুষের ক্রিয়াকলাপের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের সম্ভাব্যতা।

(খ) সমাজতত্ত্বের সাথে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির অধিক মিল।

(গ) হ্বেবার প্রদত্ত সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা।

২) ৭.৩.১ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিদ্বয় দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সহানুভূতিমূলক ও বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দর্শনের পদ্ধতি বা ফেরস্তেহেন।

(খ) মাক্স হ্বেবারের তত্ত্বের ম্যাকাইভার-কৃত ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃতিবিজ্ঞানের ঘটনাবলী ও সমাজবিজ্ঞানের ঘটনাবলী বোঝার পদ্ধতির পার্থক্য এবং মানুষের বোঝার সীমাবদ্ধতা।

৩) ৭.৩.১ অনুচ্ছেদের চতুর্থ পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) হ্বেবারের প্রদত্ত সমাজিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা এবং এই সংজ্ঞা বহিঃক্রিয়াদির অসামাজিক প্রকৃতি।

(খ) সাইকেল চালকদের ধাক্কা লাগার উদাহরণ।

৪) ৭.৩.১ অনুচ্ছেদের শেষাংশে সামাজিক ক্রিয়ার বিভিন্ন ভাগ [(ক), (খ), (গ) এবং (ঘ)] দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক —

(ক) সামাজিক ক্রিয়ার হ্বেবর-কৃত চারটি ভাগ।

(খ) যুক্তিবাদী উদ্দেশ্যসাধক ক্রিয়া

(গ) যুক্তিবাদী মূল্যবোধ-প্রভাবিত ক্রিয়া

(ঘ) হৃদয়াবেগ সঞ্জাত ক্রিয়া

(ঙ) ঐতিহ্যানুসারী ক্রিয়া।

৫) ৭.৩.৩ অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে পুঁজিবাদের আবর্ভাবের পার্থক্য ও চিন্তজগতে তার ফল

(খ) মার্ক্স-কৃত অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হ্বেবারের ভিন্নমত পোষণ

(গ) অর্থনীতির উপর ধর্মের প্রভাবের ব্যাপারে হ্বেবারের মত।

৬) ৭.৩.৩ অনুচ্ছেদের তৃতীয় পংক্তিটির প্রথমাংশ দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) আধুনিক পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

(খ) প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের নমুনা হিসাবে ক্যালভিনের ধর্মমত।

৭) ৭.৩.৩ অনুচ্ছেদের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতে পরিশ্রম সম্বন্ধে আলাদা ধারণা (২য় সূত্র)

(খ) ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট বর্ষপঞ্জীর পার্থক্য (৩য় সূত্র)

(গ) পার্থিব সাফল্যের ক্যালভিন-কথিত প্রয়োজন (৪র্থ সূত্র)।

৮) ৭.৩.৩ অনুচ্ছেদের অষ্টম, দশম ও একাদশ পংক্তিগুলি দেখুন। অষ্টম পংক্তি সংক্রান্ত আলোচনা শেষে আসবে। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট অনুশাসনে মদ্যপান বিষয়ে ভিন্ন নির্দেশ (৭ম সূত্র)

(খ) প্রোটেস্টান্ট অনুশাসনে পার্থিব সুখভোগের উপর নিষেধাজ্ঞা (৮ম সূত্র)

(গ) ঋণের উপর সুদগ্রহণের ব্যাপারে ক্যাথলিক ও ক্যালভিনীয় অনুশাসনের ভিন্ন নির্দেশ (৫ম সূত্র)।

৯) ৭.৩.১ অনুচ্ছেদের শেষ পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) হ্বেবার কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধের প্রভাব বিশ্লেষণ

(খ) চীন ও ভারতের ক্ষেত্রে কনফিউসিয়াম প্রচারিত ধর্মীয় ভাবাদর্শ এবং হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ ও বর্ণব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রভাব।

১০) ৭.৩.২ অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) আদর্শরূপে হ্বেবার-উদ্ভাবিত একটি ধারণাগত নির্মিতি

(খ) আদর্শরূপের ব্যবহার

(গ) আদর্শরূপের মূল্যবিচারের সাথে সংশ্রবহীনতা

(ঘ) বাস্তবের ঠিক আদর্শরূপের অনুরূপ না হওয়ার কারণ

(ঙ) শিল্‌স্‌ ও ফিঞ্চের সংজ্ঞা।

১১) ৭.৩.২ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) তিন ধরনের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আদর্শরূপের প্রয়োগ

(খ) নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রথম ধরনের প্রয়োগ

(গ) ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিমূর্ত স্বরূপের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধরনের প্রয়োগ

(ঘ) সামাজিক ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেত্রে তৃতীয় ধরনের প্রয়োগ।

১২) ৭.৩.২ অনুচ্ছেদের ষষ্ঠ ও শেষ অনুচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সকল ধরনের মানবীয় আচরণের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আদর্শরূপের অপ্রযোজ্যতা

(খ) আদর্শরূপ ব্যবহারের সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের তিনটি কারণ

(গ) আধুনিক অর্থশাস্ত্রে আদর্শরূপের ধারণার প্রয়োগ এবং তার সীমাবদ্ধতা।

১৩) ৭.৩.৫ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব

(খ) আধিকারিকদের আইনগত কর্তৃত্ব

(গ) অন্যান্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থা।

১৪) ৭.৩.৫ অনুচ্ছেদের ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) উচ্চাবচ বিন্যাস

(খ) বিভিন্ন বিমূর্ত রীতি

(গ) লিখিত নথিপত্র

(ঘ) নির্দিষ্ট অধিকারভুক্তি

১৫) ৭.৩.৫ অনুচ্ছেদের একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ ও পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) আমলাদের নিয়োগ

(খ) পদোন্নতি

(গ) বেতন অবসরভাতা

(ঘ) অন্য লাভের উৎস নয়

(ঙ) ব্যক্তিগত জীবন থেকে কর্মক্ষেত্রের পৃথকীকরণ

(চ) কর্মক্ষমতার পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার

(ছ) আনুষ্ঠানিক নৈর্ব্যক্তিকতা

১৬) ৭.৩.৫ অনুচ্ছেদের ঊনবিংশ, বিংশ ও একবিংশ পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সর্বাধিক কর্মক্ষমতা

(খ) আমলাতন্ত্রের অভঙ্গুরতা

১৭) ৭.৩.৫ অনুচ্ছেদের ত্রয়োবিংশ পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক —

(ক) মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি ও কর আদায়

(খ) অধিকমাত্রায় উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যের বিপণন

(গ) রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধি

(ঘ) আধুনিক গণতন্ত্র

১৮) ৭.৪.১ অনুচ্ছেদের প্রথম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্য

(খ) অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের প্রবৃত্তি

(গ) সম্পূর্ণ যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপের অপ্রতুলতা

১৯) ৭.৪.১ অনুচ্ছেদের চতুর্থ পংক্তিটি [(২)] দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) দ্বিতীয় ধরনের অযৌক্তিক কার্যের বৈশিষ্ট্য

(খ) ধর্মীয় ও জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানের উদাহরণ

২০) ৭.৪.১ অনুচ্ছেদের পঞ্চম পংক্তিটি [(৩)] দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) তৃতীয় ধরনের অযৌক্তিক কার্যের বৈশিষ্ট্য

(খ) প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদাহরণ ও প্রবৃত্তিগত আচরণ

২১) ৭.৪.১ অনুচ্ছেদের ষষ্ঠ পংক্তিটি [(৪)] দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) চতুর্থ ধরনের অযৌক্তিক কার্যের বৈশিষ্ট্য

(খ) শান্তিবাদী, মানবদরদী, রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতির ভ্রান্ত আশাভিত্তিক কর্মের বিশ্লেষণ।

২২) ৭.৪.১ অনুচ্ছেদের সপ্তম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) মানুষের অধিকাংশ কাজের অযৌক্তিকতার কারণ

(খ) মানুষের স্বীয় কার্যের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টার মাধ্যমে আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনা।

২৩) ৭.৪.১ পরিচ্ছেদের অষ্টম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) দেওয়ানী আইনের তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা ও বিচারকদের আচরণের অযৌক্তিকতা

(খ) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তব পদ্ধতি

(গ) লিপিবদ্ধ আইনের উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও লিপিবদ্ধ আইনের উপর নির্ভরশীলতার অভাব।

২৪) ৭.৪.১ পরিচ্ছেদের শেষ পংক্তিটি দেখুন।

২৫) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের প্রথম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গগুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) প্যারেটো-কৃত মানুষের দু'টি ভাগ

(খ) শৃগালের চরিত্র

(গ) সিংহদের চরিত্র।

২৬) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পংক্তিটির পুরো অংশ এবং তৃতীয় পংক্তির প্রথমাংশ দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের বৈশিষ্ট্য

(খ) শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ।

২৭) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের তৃতীয় পংক্তির শেষাংশ দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) শৃগালতুল্য ও সিংহতুল্য ব্যক্তিদের উভয়কে নিয়ে আদর্শ শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের গঠন

(খ) উভয় প্রকার বিরোধী গুণাবলীর সুষ্ঠু মিশ্রণ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে কোন এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন

(গ) শাসিত জনগণ কর্ত্তৃক শাসকদের অপসারণ।

২৮) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের শেষ দুটি পংক্তি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সম্ভাব্য নেতাদের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর সহনশীলতার ফলাফল

(খ) ভারসাম্য বিচলনের ব্যাপারে প্যারেটোর মন্তব্য

(গ) সম্ভাব্য নেতাদের শাসকগোষ্ঠীর নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে অনিচ্ছার ফলাফল

(ঘ) শ্রেষ্ঠ শাসকবর্গের চক্রবৎ আবর্তন।

২৯) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) অবশেষ বলতে কি বোঝায়

(খ) ব্যুৎপত্তি বলতে কি বোঝায়।

৩০) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের তৃতীয় পংক্তিটির প্রথমাংশ দেখুন। আপনার উত্তরে অবশেষসমূহের ছয়টি ভাগ সম্বন্ধে আলোচনা থাকা প্রয়োজন।

৩১) ৭.৪.২ পরিচ্ছেদের চতুর্থ পংক্তিটির প্রথমাংশ দেখুন। আপনার উত্তরে ব্যুৎপত্তিসমূহের চারটি ভাগ সম্বন্ধে আলোচনা থাকা প্রয়োজন।

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) Raymond Aron : *Main Currents in Sociological Thought [Vol. II]* (1965)

২) Lewis A. Coser : *Masters of Sociological Thought* (1966)

৩) Timothy Raison (ed) : *The Founding Fathers of Social Science* (1929)

৪) Francis Abraham & John Henry Morgan : *Sociological Thought* (1985)

একক ৮ ❐ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কি

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য
৮.২ প্রস্তাবনা
৮.৩ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৮.৩.১ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কর্মনির্বাহী তত্ত্ব
৮.৩.২ আদিম সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আত্মীয়তা সম্পর্ক
৮.৪ ম্যালিনোউস্কি ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৮.৪.১ ম্যালিনোউস্কির কর্মনির্বাহী তত্ত্ব
৮.৪.২ আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন ও বিনিময় ব্যবস্থা
৮.৫ র‍্যাডক্লিফব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কি ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা
৮.৬ সারাংশ
৮.৭ অনুশীলনী
৮.৮ উত্তরমালা
৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে সমাজতত্ত্বে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের অবদান সম্পর্কে পাঠকদের কিছুটা ধারণা জন্মাবে। সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা অনেকাংশে সামাজিক নৃতত্ত্বের তত্ত্বসমূহ দ্বারা প্রভাবিত। বিশেষত কর্মনির্বাহী তত্ত্ব সমাজতত্ত্বে ও সামাজিক নৃতত্ত্বে সমভাবে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে প্রাণপুরুষ হলেন র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কি। এই এককে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কির চিন্তাধারার মধ্যে সমাজতত্ত্বের পক্ষে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়, বিশেষত তাঁদের কর্মনির্বাহী তত্ত্বের ভাষ্য আলোচিত হয়েছে।

৮.২ প্রস্তাবনা

ডুর্খাইমের চিন্তাধারায় যে কর্মনির্বাহী তত্ত্ব অঙ্কুরিত হয়েছিল, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কির চিন্তাধারায় তা সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। ডুর্খাইম সংক্রান্ত এককে তাঁর কর্মনির্বাহী তত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয় নি ; তাঁর শ্রমবিভাগ, আত্মহত্যা ও ধর্মের সামাজিক চরিত্র সংক্রান্ত আলোচনায় তার কর্মনির্বাহী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোউস্কির ক্ষেত্রে তাঁদের প্রদত্ত কর্মনির্বাহী তত্ত্বের বিশেষ ধরনের ভাষ্যের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আদিম সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি এবং আত্মীয়তা সম্পর্কের বিষয়ে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের চিন্তাধারা এই এককে আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন ও

বিনিময় ব্যবস্থার ম্যালিনোউস্কি-কৃত বিশ্লেষণ এই এককের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়গুলির আলোচনা আদিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের উপরে আলোকপাত করতে পারে।

৮.৩ র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

এ. আর. র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন (A. R. Radcliffe-Brown)-এর জীবৎকাল হ'ল ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল অবধি। বার্মিংহামের কিং এডওয়ার্ডস্ হাইস্কুল এবং কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। কেম্ব্রিজে খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ রিভার্স্ ও হ্যাডনের সংস্পর্শে এসে তিনি সামাজিক নৃতত্ত্বের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে তিনি ফরাসী সমাজ-তাত্ত্বিকদের বিশেষত ডুর্খাইমের চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তিনি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়ায় বিবিধ ক্ষেত্র সমীক্ষা (field research) করে সেগুলির ফলাফল প্রকাশিত করেন। স্বচ্ছ ও সুব্যবস্থিত চিন্তার দ্বারা এসং সঠিক শব্দচয়ন ও অসাধারণ প্রকাশভঙ্গির দ্বারা সামাজিক নৃতত্ত্বের তাত্ত্বিক ধারণাগত উন্নতি ঘটান। তাঁর লেখালিখি ও বক্তৃতার দ্বারা তিনি তত্ত্বগত ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তিনি একজন অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন এবং শিক্ষাকক্ষের বাইরেও ছাত্রদের সাথে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর ছাত্রকুলও ছিল বিশ্বব্যাপী কারণ তিনি কেপ টাউন, সিডনি, শিকাগো, অক্সফোর্ড, আলেক্সান্দ্রিয়া, ইয়েংচিং, সাওপাওলো, গ্রাহাম্স্টাউন, ম্যাঞ্চেস্টার, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও জোহানেসবার্গে অধ্যাপনা করেছেন। পরবর্তীকালে খ্যাতনামা সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের অনেকেই তাঁর ছাত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের যোগ্য একটি বিষয় হিসাবে সামাজিক নৃতত্ত্বের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি আদায় করেন। যথার্থভাবেই তিনি ম্যালিনোউস্কির সাথে যুগ্মভাবে আধুনিক সামাজিক নৃতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন লিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল ঃ ১) দ্য আন্দামান আইল্যান্ডারস্ ২) দ্য সোশ্যাল অরগ্যানাইজেশন অব অস্ট্রেলিয়ান ট্রাইবস্ ; ৩) স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন ইন প্রিমিটিভ সোসাইটি।

অনুশীলনী -১

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের জন্ম সাল হ'ল ——।

খ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ —— ও —— -এর সংস্পর্শে এসে সামাজিক নৃতত্ত্বের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

গ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন —— ও —— -র বিবিধ ক্ষেত্রসমীক্ষা করেন।

ঘ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন —— -র সাথে যুগ্মভাবে আধুনিক সামাজিক নৃতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতার স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

৮.৩.১ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কর্মনির্বাহী তত্ত্ব

বিবর্তনবাদী (evolutionary) তত্ত্বে গোটা মানবসমাজের বিবর্তনের পর্যালোচনা করা হয় এবং পরিব্যাপ্তিমূলক (diffusionist) তত্ত্বে বলা হয় যে অন্য সমাজের থেকে ধার করা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি সমাজের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন যখন ১৯২০-র দশকের গোড়ায় লিখতে শুরু করেন তখন ইংল্যান্ডে সামাজিক

নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে আগেকার বিবর্তনবাদী তত্ত্ব এবং পরিব্যাপ্তিমূলক তত্ত্ব অকেজো বলে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ এই তত্ত্বগুলি মূলত অতীত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের উপরে গড়ে ওঠে ; কিন্তু আদিবাসী সমাজের ক্ষেত্রে অতীত ঘটনাবলীর কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। এছাড়াও ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ যেসব বিবরণ সেসময়ে পাওয়া গেল তার থেকে জানা গেল যে আদিম সমাজগুলি শুধু অতীত থেকে বয়ে আসা অথবা অন্য সমাজ থেকে লব্ধ বা পরিব্যপ্ত কিছু বর্বর প্রথার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে নি। এই সমাজগুলি হ'ল সামগ্রিকভাবে কার্যরত ব্যবস্থা যার প্রথা ও পদ্ধতিগুলিকে নিজস্বভাবে বুঝতে হবে।

আদিম সমাজগুলিকে নতুনভাবে বোঝার ক্ষেত্রে একটি ধারণাগত হাতিয়ার যোগাতেই র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন 'কর্ম' (function) শব্দটির অবতারণা করেন। ডুর্খাইমের মত তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি সমাজ হ'ল একটি ব্যবস্থাপনা (system)। অর্থাৎ সমাজ কিছু অংশের সমন্বয়ে গঠিত যেগুলি পরস্পরের সাথে এবং গোটা সমাজের সাথে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজের একটি কাঠামো আছে যে কাঠামো গড়ে ওঠে বিভিন্ন বাস্তব সম্পর্কের জটিল তন্তুজালের দ্বারা। সমাজের অংশস্বরূপ বিভিন্ন সামাজিক প্রথাগুলি আবার বিভিন্ন কর্মসম্পাদন করে। সামগ্রিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোন আংশিক কার্যাবলী সামগ্রিক কর্মসম্পাদনে যে অবদান রাখে তাকেই র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন 'কর্ম' বলেছেন। যেমন শরীরের একটি বিশেষ অঙ্গের গোটা শরীরকে কার্যরত রাখার ব্যাপারে অবদানই হ'ল তার কর্ম, তেমনি একটি গোটা সমাজের কার্যসম্পাদনের ব্যাপারে একটি বিশেষ সামাজিক প্রথার যেমন অপরাধের শাস্তিবিধানের বা মৃতের সৎকার অনুষ্ঠানের, অবদানই হ'ল সেই প্রথাটির কর্ম। সমাজব্যবস্থার একটি কর্মগত ঐক্য আছে, অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অংশ এমন একটি সামঞ্জস্যের সাথে কাজ করে যাতে নিরন্তর মীমাংসার অযোগ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। সামাজিক কাঠামোর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয় শর্তের উপরে জোর দেওয়ার জন্য র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কর্মনির্বাহী তত্ত্বকে সমাজতত্ত্ববিদরা 'কাঠামোগত কর্মনিবার্হী তত্ত্ব' (structural-functional theory) বলে অভিহিত করেছেন।

র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কর্মনির্বাহী তত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। তিনি অবশ্য ডুর্খাইমের কর্মনির্বাহী তত্ত্বের 'আবশ্যকতা' (need)-র ধারণাকে পরিহার করেছিলেন এবং কখনই সামাজিক প্রথার 'উদ্দেশ্য' (purpose) বা 'লক্ষ্য (aim)-এর কথা বলেননি। কিন্তু তবুও যদি তাঁর মতো করে মেনে নেওয়া হয় যে প্রতিটি সামাজিক প্রথারই কর্ম আছে, তবে তার থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে যেখানে যা কিছু প্রথা আছে তা সবই প্রয়োজনীয় বা কাজের। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক পরিবর্তনকে বিরূপ চোখে দেখতে শেখায়। কারণ একটি প্রথাসমন্বিত ব্যবস্থা যদি সত্যকার কার্যনির্বাহী হয় তবে যে কোন পরিবর্তন এই কার্যকর ব্যবস্থাকে এলোমেলো করে দেবে।

র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গেলে তাকে গ্রহণের বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বিভিন্ন আদিম সমাজ ঐতিহাসিক উপাদান অপ্রতুল। তার মতে, ঐতিহাসিক ও কর্মনির্বাহী—এই উভয়ই পদ্ধতিই ব্যবহারযোগ্য কিন্তু এগুলি আলাদা এবং এদের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আলাদা। একারণেই র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন নৃতত্ত্বের অপর একটি শাখা মানবজাতিত্ত্ব (ethonology), যাতে কিভাবে সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমান রূপ নিল তা পর্যালোচিত হয় এবং সামাজিক নৃতত্ত্ব, যাতে এগুলি কিভাবে কাজ করছে এবং বর্তমান যুগে তাদের প্রাসঙ্গিকতা কি তা পরীক্ষা করে এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে, সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ নিজে তাঁর পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু হিসাবে নির্দিষ্ট কোন আদিম সমাজে বসবাসপূর্বক সামাজিক ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করবে এবং এইপ্রকার পর্যবেক্ষণমূলক ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর ভিত্তি

করে নিজের গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করবে। তাঁর মতে, বিভিন্ন ধরনের সমাজের তুলনার দ্বারা সর্বত্র প্রযোজ্য কিছু সাধারণ সামাজিক সূত্র গড়ে তোলা সম্ভব এবং এই পদ্ধতিতেই সমাজের একটি স্বাভাবিক বিজ্ঞান গড়ে উঠবে। যদিও র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের তত্ত্ব ও পদ্ধতি বর্তমান কালে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে, তবুও এ ব্যাপারে তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য পরবর্তীকালে অন্যদের আরও উন্নত তত্ত্ব ও পদ্ধতি গড়ে তুলতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান (ritual) বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কাঠামোগত কর্মনির্বাহী তত্ত্ব সুষ্ঠভাবে প্রকশিত হয়েছে। তাঁর 'দ্য আন্দামান আইল্যান্ডারস্' নামক গ্রন্থে তিনি বাস্তবক্ষেত্রে ডুর্খাইমের একটি প্রকল্প (hypothesis) পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন। এই প্রকল্পটি হ'ল যে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রাথমিক কর্ম হ'ল একটি সমাজের যৌথ অনুভূতি প্রকাশপূর্বক সামাজিক সংযোগ প্রবণতাকে জোরদার করা এবং বহু সময়ব্যাপী একটি সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। কিন্তু এব্যাপারে তাঁর পরবর্তী লেখাগুলিতে আরও অগ্রসর হয়ে তিনি দাবি করেন যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শুধুমাত্র সমাজের উপর মানুষের নির্ভরতা প্রকাশ করে না ; তা গোটা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরে মানুষের নির্ভরতাকে নির্দেশ করে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হ'ল মূলত প্রকাশক— এ হ'ল একই সাথে কিছু বক্তব্য পেশ করার এবং কোন কাজ সম্পন্ন করার উপায়। যেমন মৃতের সদ্‌গতির ব্যবস্থাপনা। অতএব টাইলর এবং ফ্রেজার যেভাবে জাদুবিদ্যা ও ধর্মকে বিজ্ঞান হয়ে ওঠার ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা বলে চিহ্নিত করেছেন, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের বক্তব্য অনুযায়ী তারা তা নয়। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে, যে কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগত পদ্ধতির ব্যাপারে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। প্রথমত, এগুলি যে জনগোষ্ঠীর দ্বারা আচরিত তারা এগুলির কি মানে করে এবং দ্বিতীয়ত, এগুলির সামাজিক ফলাফল কি ? তাঁর এই দু'টি প্রশ্ন পরবর্তীকালে ইভান্স প্রিচার্ড, ন্যাডেল এবং অন্যান্য সামাজিক নৃতত্ত্ববিদকে জাদুবিদ্যা ও ধর্মের ব্যাপারে আরও গভীরতর অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি করে।

অনুশীলনী - ২

১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

ক) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কর্মনির্বাহী তত্ত্বকে 'কাঠামোগত কর্মনির্বাহী তত্ত্ব' বলা চলে।

খ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন সামাজিক প্রথার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন।

গ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের কর্মনির্বাহী তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়।

ঘ) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান গোটা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরে মানুষের নির্ভরতাকে নির্দেশ করে।

৮.৩.২ আদিম সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আত্মীয়তা সম্পর্ক

হ্বেবার এবং অন্যান্য কিছু চিন্তাবিদের অনুসরণে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন রাজনৈতিক সংগঠনের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন যে, এটি একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক কাঠামোর মধ্যে শারীরিক শক্তির ব্যবহার বা ব্যবহারের সম্ভাবনার মাধ্যমে দমনমূলক কর্তৃত্বের সংগঠিত অনুশীলনের দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপন বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। কিন্তু তাঁর মতে, যেসব বিবিধ উপায়ের দ্বারা আদিম সমাজের সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় তাদের ঠিক 'আইন' বলে অভিহিত করা যায় না। এই 'আইন' শব্দটি পাশ্চাত্য সমাজের জটিল বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে প্রযোজ্য। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন তাঁর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক লেখালেখিতে এই পরিভাষা সংক্রান্ত অসুবিধার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যদিও তাঁর সমসাময়িক প্রথিতযশা সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিনোউস্কি—

যিনি 'ক্রাইম অ্যান্ড কাস্টম ইন স্যাভেজ সোসাইটি' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন— এব্যাপারটি সঠিকভাবে ধরতে পারেন নি। ডুর্খাইমের মতে, আদিম সমাজগুলি এক বিশেষ ধরনের ফৌজদারী আইনের দ্বারা শাসিত ; দেওয়ানী আইন অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজগুলির বৈশিষ্ট্য। ম্যালিনোউস্কি এই মতের বিরুদ্ধাচারণ করে বলেন যে ট্রোবিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের মতে আদিম সমাজগুলিতে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ধরনের আদানপ্রদানের বিধি বা দেওয়ানী আইনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উভয় চিন্তাবিদই ভ্রান্তভাবে ক্ষুদ্রায়তন নিরক্ষর সমাজগুলির সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অচেনা পদ্ধতিগুলি পাশ্চাত্য ধারণার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন এই অসুবিধা হৃদয়সঙ্গম করে আদিম সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি বোঝার ও শ্রেণীবিন্যাস করার একটি আরও সুনির্দিষ্ট ও সংস্কৃতি-নিরপেক্ষ উপায় নির্দেশ করেন।

এই উপায় তিনি খুঁজে পান সামাজিক পুরস্কার ও শাস্তিবিধান (social sanction)-এর তত্ত্বের মধ্যে। তাঁর মতে, এই সামাজিক পুরস্কার ও শাস্তিবিধান হ'ল গোটা সমাজের বা সমাজের যথেষ্ট সংখ্যক সদস্যের একটি নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবহারের—যা অনুমোদিত অথবা অননুমোদিত হয়—প্রতি প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে নানাভাবে ভাগ করা যায়—ইতিবাচক (পুরস্কারপ্রদান) ও নেতিবাচক (শাস্তিপ্রদান), সংগঠিত ও শিথিল, এবং প্রাথমিক ও গৌণ। শেষোক্ত বিভাজনটি নির্ভর করে নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে কে ব্যবস্থা নিচ্ছে—জনমর্থনপুষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংস্থা নিজেই না গোটা সমাজ বা তার স্বীকৃত প্রতিনিধিরা—তার উপরে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের এই বিন্যাসে পাশ্চাত্য সমাজের ফৌজদারী আইন পুরস্কার বা শাস্তিবিধানের সংগঠিত নেতিবাচক রূপের অন্তর্ভুক্ত হয়। বহু আদিম সমাজ অবশ্য এই ধরনের রীতিভঙ্গের বিরুদ্ধে সংগঠিত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া চাড়াও ভালভাবেই চালিয়ে নেয়। এই বিন্যাস ক্ষেত্রসমীক্ষারত সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের সুযোগ করে দেয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এমন অনেক উপায় যথোচিত ভাবে বিবেচনা করার যেগুলিকে সঠিক অর্থে আইন বলা যাবে না—যেমন রক্তাক্ত কুলবিবাদ (blood feed) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিশ্বাস ও পদ্ধতিসমূহ এবং জনমত।

আত্মীয়তা সম্পর্কের বিষয়ে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল 'দ্য সোশাল অরগ্যানাইজেশন অব অস্ট্রেলিয়ান ট্রাইবস্'। এই বইটিতে তিনি অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিদের আত্মীয়তা সম্পর্ক ঘটিত প্রথা ও পরিভাষাসমূহের বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য মহাদেশের, বিশেষত আফ্রিকার আদিম মানুষের আত্মীয়তা সম্পর্কও আলোচনা করেন। এই আলোচনা 'আফ্রিকান সিস্টেমস্ অব কিনশিপ অ্যান্ড ম্যারেজ' নামক বিখ্যাত সঙ্কলনের র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন লিখিত ভূমিকায় বিধৃত আছে।

আত্মীয়তা সম্পর্কের বিশ্লেষণেও র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতার দ্বারা এব্যাপারে ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ অজস্র তথ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি শনাক্ত করেন এবং বিভিন্ন প্রকার আত্মীয়তাসম্পর্কের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেন। তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দগুচ্ছ—যেমন 'ভ্রাতা-ভগ্নীর গোষ্ঠীর একতা' (the unity of the sibling group), 'কুলগোষ্ঠীর একতা', (the unity of the lineage group), 'ভ্রাতা-ভগ্নীর সমতুল্যতা' (the equivalence of siblings) ইত্যাদি বিভিন্ন মুখ্য ধরনের আত্মীয়তা সম্পর্কের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের আগে কেউ এত পরিষ্কারভাবে একাজ করতে পারেন নি। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন আরও দেখান যে কিছু আদিম সমাজে ভিন্ন বংশের দু'জন ব্যক্তির সংযোগস্থাপনকারী বিভিন্ন আত্মীয়তা সম্পর্ক (যেমন শ্যালক-ভগ্নীপতি বা মাসী-বোনপো)-এর থেকেও একই বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আরও গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সম্পর্কের অন্তর্গত গোষ্ঠী উপাদানকে তুলে ধরে এবং একে কোন না কোন নামে শনাক্ত করে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন আত্মীয়তা সম্পর্ক ও কুলগত তত্ত্বের একটি সুদৃঢ় কাঠামো প্রস্তুত করেন। এই কাঠামোকে কাজে লাগিয়েই পরবর্তীকালেই ইভান্স-প্রিচার্ড, ফোর্টস প্রমুখ সামাজিক নৃতত্ত্ববিদরা এই তত্ত্বের আরও অগ্রগতি ঘটান।

মামা-ভাগ্নের সম্পর্কের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের এইসব তত্ত্বগত ধারণাগুলির সম্যক প্রয়োগ ঘটেছে। 'দ্য মাদার'স্ ব্রাদার ইন সাউথ আফ্রিকা' নামক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, অনেক সমাজে পিতৃবংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর সদস্যপদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও কোন ব্যক্তির সাথে তার মামা (যিনি তার পিতৃ বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীর বহির্গত)-র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। এর কারণ ব্যক্তি তার মাতার প্রতি যে উষ্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে সেটিই তার মাতার ভ্রাতার প্রতি প্রসারিত হয়। ভ্রাতা-ভগ্নীর সমতুল্যতার নীতি অনুযায়ী মা আর মামা কোন কোন পরিপ্রেক্ষিতে যেন একই রকম আত্মীয় হিসাবে প্রতিভাত হন। পরবর্তীকালে কিছু সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ এই তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেছেন যে, এটি মাতৃবংশানুক্রমিক সমাজে প্রযোজ্য নয়। এই সমাজে যদিও সন্তানরা তাদের মাকে একইভাবে ভালবাসে, এখানে কিন্তু পিতার পরিবর্তে মামাই হলেন কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু। অতএব মাতার প্রতি পোষিত মনোভাব এখানে মামার প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনি নিজেও পরবর্তীকালে তাঁর তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে সচেতন হয়ে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন যা তাঁর 'স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন ইন প্রিমিটিভ সোসাইটি' নামক গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় হিসাবে মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে যদিও পিতৃবংশানুক্রমিক ও বহির্বিবাহভিত্তিক সমাজে ভাগ্নের সাথে মামার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, তারা কিন্তু দুটি আলাদা কুলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুত। অতএব তাদের সম্পর্কের মধ্যে স্বাতন্ত্য ও সংযুক্তি দুইই থাকে এবং রসিকতার সম্পর্কের দ্বারা এই দ্বৈততাকে মানিয়ে চলার চেষ্টা করা হয়। এইভাবে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে প্রাধান্য দিয়ে মামা-ভাগ্নের সম্পর্কের একটি কাঠামোগত বিশ্লেষণ করেন। আত্মীয়তা সম্পর্কের অন্যান্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তিনি গোষ্ঠীগত উপাদানকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে।

অনুশীলনী - ৩

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) ——— -এর তত্ত্ব হল র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন নির্দেশিত আদিম সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলিকে বোঝার একটি সুনির্দিষ্ট ও সংস্কৃতি-নিরপেক্ষ উপায়।

খ) সামাজিক পুরস্কারপ্রদান হ'ল একটি নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবহারের প্রতি সমাজের ——— এবং সামাজিক শাস্তিবিধান হ'ল———— প্রতিক্রিয়া।

গ) আত্মীয়তা সম্পর্কের বিষয় র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল ———

২) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের মতে, আদিম সমাজে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার বিভিন্ন উপায়কে আইন বলা হয়।

(খ) ভ্রাতা-ভগ্নীর সমতূল্যতার নীতি মাতৃবংশানুক্রমিক সমাজে প্রযোজ্য নয়।

৮.৪ ম্যালিনোউস্কি ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

ব্রোনস্লি ম্যালিনোউস্কির জীবনৎকাল হ'ল ১৮৮৪ সাল থেকে ১৯২৪ সাল অবধি। তিনি র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের সমসাময়িক ছিলেন। ম্যালিনোউস্কি জাতিতে পোল ছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি পর্দার্থবিদ্যা ও অঙ্কে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাউ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি পাঠ করে তিনি নৃতত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উইলিয়াম উন্ড ও কার্ল বুচারের তত্ত্বাবধানে দু'বছর কাজ করেন। ইংল্যান্ডে সেময়ে ওটেস্টারমার্কস হবহাউস, সেলিগম্যান, হাডন এবং রিভার্সের মত প্রথিতযশা সামাজিক নৃতত্ত্ববিদগণ বিরাজ

করছিলেন। তাঁদের সংস্পর্শের আকর্ষণে ম্যালিনোউস্কি ১৯১০ সালে লন্ডনে আসেন এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর অতিবাহিত করেন। এখানেই ১৯১৩ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'দ্য ফ্যামিলি অ্যামং দ্য অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিনস্' প্রকাশিত হয়। সেলিগম্যান তাঁর বন্ধু ও পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন এবং এঁরই সাহায্যে ম্যালিনোউস্কি ১৯১৪ সালে তাঁর প্রথম ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ লাভ করেন। তিনি পাপুয়া ও নিউগিনি পরিভ্রণ করেন এবং ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল অবধি মেলানেশিয়ার ট্রোব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেন। তিনিই প্রথম নৃতত্ত্ববিদ যিনি স্থানীয় ভাষায় ঐ আদিবাসীদের সাথে কথোপকথন চালান এবং তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে বসবাস করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আদিম মানুষদের সামাজিক জীবনকে বুঝতে গেলে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করা দরকার এবং প্রত্যেক সামাজিক নৃতত্ত্ববিদের অন্তত একটা আদিবাসী সমাজের এই ধরনের পর্যবেক্ষণ করা উচিত। বর্তমানের ব্যাপক নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্রসমীক্ষা তাঁরই শিক্ষার ফল বলে মনে করা হয়। ট্রোবিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের উপর ম্যালিনোউস্কির বিখ্যাত বিবরণী তৎকালীন ব্রিটিশ সামাজিক নৃতত্ত্বের চর্চার ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ম্যালিনোউস্কি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯২৭ সালে এই শিক্ষায়তনের সামাজিক নৃতত্ত্বের প্রথম অধ্যাপকপদ অলঙ্কৃত করেন। ইভান্স-প্রিচার্ড, ফার্থ, ফোর্টস, ক্যাবেরী, মেয়ার, ন্যাডেল, রীড, স্যাপেরা প্রমুখ পরবর্তীকালে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদদের সকলেই তাঁর ছাত্র।

ম্যালিনোউস্কি লিখিত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল ঃ (১) আরগোনাটস্ অব দ্য ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক ; (২) ক্রাইম অ্যান্ড কাস্টম ইন স্যাভেজ সোসাইটি, (৩) এ সায়েন্টিফিক থিওরি অব কালচার অ্যান্ড আদার এসেজ।

অনুশীলনী - ৪

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) ——— নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি পাঠ করে ম্যালিনোউস্কি নৃতত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

খ) মেলানেশিয়ার ——— দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যে ম্যালিনোউস্কি ক্ষেত্রসমীক্ষা করেন।

গ) ১৯১৩ সালে ম্যালিনোউস্কির প্রথম গ্রন্থ ——— প্রকাশিত হয়।

ঘ) ১৯২৭ সালে ম্যালিনোউস্কি ——— -এ সামাজিক নৃতত্ত্বের প্রথম অধ্যাপকপদ অলঙ্কৃত করেন।

৮.৪.১ ম্যালিনোউস্কির কর্মনির্বাহী তত্ত্ব

সামগ্রি কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোন আংশিক কার্যাবলী সামগ্রিক কার্যসম্পাদনে যে অবদান রাখে তাকেই র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন 'কর্ম' বলেছেন। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন প্রদত্ত কর্মের এই সংজ্ঞাকে ম্যালিনোউস্কি 'পিচ্ছিল' (glib) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, কর্মনির্বাহী তত্ত্বকে বিশ্লেষণের কাজে লাগাতে হ'লে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোয় কর্মের আরও দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাপ্রদান জরুরী। তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে ব্যক্তির ক্ষুধা ও কাজের মত মৌলিক শারীরিক প্রয়োজনগুলির প্রতি যৌথ প্রতিক্রিয়া—যে প্রতিক্রিয়া সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দ্বারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে— হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, সংস্কৃতি হ'ল এমন একটি উপায় বা পদ্ধতি যার দ্বারা মানুষ তার প্রয়োজনসাধনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিবেশগত সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলির আরও ভালভাবে মোকাবিলা করতে পারে। মানবীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সবসময়েই প্রাথমিক বা শারীরিক এবং তার থেকে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক প্রয়োজনসাধনের সাথে সম্পর্কিত। অতএব 'কর্ম' বলতে বোঝায় কোন একটি মানবীয় প্রয়োজনের তৃপ্তিবিধান। কর্মের এই ধরনের সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য ম্যালিনোউস্কির কর্মনির্বাহী তত্ত্বকে 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মনির্বাহী তত্ত্ব' (individualistic

functionalism) আখ্যা দেওয়া হয়। ম্যালিনোউস্কির মতে, মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তি ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর মানবপ্রজাতি প্রজনন ছাড়া অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। এ ব্যাপারে মানুষ অন্যান্য পশুদের সমতুল্য। কিন্তু তবুও যে তাদের থেকে আলাদা, কারণ মানুষ একটি সংগঠিত সমাজব্যবস্থায় অন্যান্য মানুষদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে এসব প্রয়োজন মেটায়। পশুরা স্থূলভাবে সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে এসকল প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু মানুষ সংস্কৃতির মাধ্যমে তার প্রয়োজনসাধন করে। পিঁপড়ের মত কিছু সামাজিক প্রাণী আছে যারা তাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে সহযোগিতা করে। কিন্তু মানুষ এসকল সামাজিক প্রাণীর থেকে আলাদা, কারণ মানুষের উন্নতমানের চিন্তাশক্তি ও ভাষা আছে এবং তার উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে পারে। অতএব মানবপ্রকৃতির জ্ঞান, মূল্যবোধ ও আচরণবিধির একটা বহুযুগের সঞ্চয় আছে যা আবার প্রতি প্রজন্মে উন্নত হয়। এরই ফলে মানুষ জীবনের অর্থনৈতিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর এবং যৌনসম্পর্ক স্থাপনের ও প্রজনন ঘটানোর বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন উপায় উদ্ভাবন করেছে। মানুষ বিভিন্ন হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি বানিয়েছে যা তারা বিভিন্ন কাজে লাগায়। আগে মানুষ সরাসরি প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে শিকার বা সংগ্রহের মাধ্যমে খাদ্য যোগাড় করত। এখন সে নানাভাবে নানাপ্রকার খাদ্যবস্তু উৎপাদন, সংরক্ষণ ও রন্ধন করে। আদিম মানুষের সরল খাদ্য-আহরণ প্রক্রিয়া সরাসরি ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রাথমিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত ছিল। বর্তমানের জটিল খাদ্য-আহরণ প্রক্রিয়ায় ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রাথমিক প্রয়োজন ছাড়াও কতকগুলি নতুন অর্থনৈতিক প্রয়োজন যুক্ত হয়ে গেছে। কারণ খাদ্যসংগ্রহের সাথে একটি জটিল উৎপাদনপদ্ধতি ও অর্থনৈতিক বিন্যাস জড়িয়ে গেছে। যেমন বিভিন্ন স্থানে খাদ্য সরবরাহের জন্য পথঘাট নির্মাণ ও রেলপথ স্থাপন করতে হয়েছে। খাদ্যসংগ্রহ ছাড়াও মানুষকে শরীররক্ষার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে বস্তু পরিধান করতে হয় ও গৃহে বসবাস করতে হয়। এগুলি মানুষকে উত্তাপ, শৈত্য, বৃষ্টিপাত, বন্যজন্তুর আক্রমণ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে। কিন্তু বস্ত্রপরিধান বা বসবাসের বন্দোবস্ত করা এখন আর শুধু শরীর রক্ষার উপায় নয়, এগুলি সাথে নানা ধরনের 'উদ্ভূত' (derived) ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন যুক্ত হয়ে গেছে। যেমন সুচারু বস্ত্রপরিধান ও শোভনসুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা মানুষের নান্দনিক প্রয়োজন মেটায় এবং অহংবোধকেও তৃপ্ত করে।

যৌনপ্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন ও প্রজননের প্রয়োজন এখন শুধু যৌনসঙ্গমের মাধ্যমে মেটে না। দীর্ঘকালীন যৌন সঙ্গমের জন্য মানুষ এখন বিবাহ বা অন্য কোন স্থায়ী সহবাসের পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। মানবপ্রজাতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য শুধু সন্তান-উৎপাদনই যথেষ্ট নয়। এর সাথে দীর্ঘকালীন লালনপালন, সামাজিকীকরণ ও শিক্ষাদানের প্রয়োজন যুক্ত হয়ে গেছে। এইসব প্রয়োজনসাধনের জন্য যৌনমিলনকে বিবাহে রূপান্তরিত করতে হয়। এই বিবাহ-প্রতিষ্ঠান আবার নিয়ন্ত্রিত হয় অজাচার (incest), বহির্বিবাহ ও পছন্দমূলক বিবাহের রীতিনীতি দ্বারা। পিতৃমাতৃত্ব (parenthood), বংশধারা গণনার রীতি এবং নানা ধরনের আত্মীয়তাসম্পর্ক প্রজননের সাথে যুক্ত হয়ে পরিবার ব্যবস্থাকে সহযোগিতামূলক, আইনগত ও নৈতিক সম্পর্কসমূহের এক জটিল সমন্বিত ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলে। এভাবেই মানুষ তার শারীরিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে গিয়েই এমন আরও অনেক প্রয়োজনের সম্মুখীন হয় যেগুলি এক জটিল ও সাংস্কৃতিক সমাজবন্ধনের মাধ্যমেই সিদ্ধ করা যায়।

অতএব মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি ছাড়াও কতকগুলি উদ্ভূত ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন আছে। সমাজের সঞ্চিত জ্ঞান ও নীতিবোধসমূহ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চালিত করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলা, দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা বিধানের জন্য সামাজিক পুরস্কারপ্রদান ও শাস্তিবিধান ব্যবস্থার প্রয়োজন শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে কর্তৃত্ব বলবৎ করা এবং গোষ্ঠীর আত্মরক্ষার জন্য রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন। সামাজিক রীতিনীতির প্রতি বিশ্বাসস্থাপন এবং জীবনের নানা বিপদাপদ ও যন্ত্রণায় মানুষকে আশা যোগানের জন্য